ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-94 ■ 9 January, 2025 ■ আগরতলা ৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৪ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইসরোর নতুন চেয়ারম্যান ভি নারায়ণান দায়িত্বভার ১৪ই জানুয়ারি

তিরুবনন্তপুরম, ৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় সরকার ভি নারায়ণানকে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র নতুন চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেছে। নারায়ণান আগামী ১৪ জানুয়ারি ইসরোর প্রধান পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যান এস সোমনাথের জায়গায় তিনি নিযুক্ত হলেন। নারায়াণান বর্তমানে কেরলের ভালিয়ামালায় ইসরোর লিক্যুইড প্রপালশান সিস্টেম সেন্টারের নির্দেশক পদে রয়েছেন। তিনি রকেট এবং মহাকাশযান বিশেষজ্ঞ হিসাবে গত চার দশক ধরে ইসরোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। নতুন গুরুদায়িত্ব পাওয়ার পর ভি নারায়ণান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনেক বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। ইসরোর গৌরবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ১৯৬৯ সাল থেকে ইসরো দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে এবং মহান নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছেন যেমন স্যার বিক্রম সারাভাই, কে কস্তুরিংগান, কে রাধাকৃষ্ণন, এ.এস. কিরণ কুমার, কে. সিভান, এস. সোমনাথ। আমি নিশ্চিত ইসরো-তে যে ধরনের কর্মচারী, টেকনোক্র্যাট এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাফ পাওয়া যায়, আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপনের আগে প্রধানমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী এটিকে একটি বিকশিত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হব। আগামীকাল আমরা স্পাডেক্স করতে যাচ্ছি , যা চন্দ্রযান ৪ এবং স্পেস স্টেশন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক দেশ এক নির্বাচন সংক্রান্ত জেপিসির প্রথম বৈঠক শুরু

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) ।। এক দেশ, এক নির্বাচন সংক্রান্ত সংসদীয় যৌথ কমিটির প্রথম বৈঠক বুধবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩৯ সদস্যের কমিটিতে লোকসভার ২৭ এবং রাজ্যসভার ১২ জন সদস্য রয়েছেন। এই কমিটি পরবর্তী সংসদীয় অধিবেশনের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিনে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে বিজেপির পি পি চৌধুরী, অনুরাগ সিং ঠাকুর এবং পুরষোত্তমভাই রূপালা, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, মনীশ তিওয়ারি, তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ ব্যানার্জী, এনসিপি শরদ পাওয়ার গোষ্ঠীর সুপ্রিয়া সুলে লোকসভার সদস্য হিসাবে রয়েছেন। রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে বিজেপির পক্ষে ঘনশ্যাম তিওয়াড়ি, ভুবনেশ্বর কলিতা ও কে লক্ষ্মণ, কংগ্রেসের রনদীপ সিং সুরজেওয়ালা, মুকুল ওয়াসনিক, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের ভি বিজয়া সাই রেড্ডি এবং জেডিইউ-র সঞ্জয় কুমার ঝা এই সংসদীয় যৌথ কমিটিতে রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে জল জীবন মিশন রূপায়ণে পর্যালোচনা বৈঠক

গ্রামীণ এলাকায় নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ বেড়ে ৮১.৫৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: রাজ্যের প্রত্যন্ত জনপদগুলিতে পরিসুত পানীয়জল পৌঁছানো সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। পানীয়জল সংক্রান্ত কোনও ধরনের অভিযোগ এলে তা জরুরি ভিত্তিতে নিষ্পত্তির জন্য পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আজ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি লেনস্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ে চিফ মিনিস্টার ওয়ার রুমে জল জীবন মিশন রূপায়ণে রাজ্যের অগ্রগতি নিয়ে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ে পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পগুলি চালু করার ক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের সম্ভাব্য দিকগুলি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন। পানীয়জল প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সারাইয়ের ক্ষেত্রে দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, জল অপচয় রোধে জনসচেতনতার উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট বসানোর পাশাপাশি তার রক্ষণাবেক্ষণের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং জল জীবন মিশন রূপায়ণে রাজ্যের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, জল জীবন মিশন চালু হওয়ার পূর্বে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ২৪ হাজার ৫০২টি পরিবারে নলবাহিত পানীয়জলের সংযোগ ছিল। শতাংশের নিরিখে তা ছিল ৩.২৬ শতাংশ। জল জীবন মিশন চালু হওয়ার পর থেকে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার ৬ লক্ষ ১২ হাজার ১৯২টি পরিবারে নলবাহিত পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শতাংশের নিরিখে তা ৮১.৫৪ শতাংশ। জল জীবন মিশন রূপায়ণে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হয়েছে। পঞ্চম ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ড ২০২৩-এর উত্তর পূর্ব জোনের সেরা জেলা ক্যাটাগরিতে ধলাই জেলা সেরা জেলার শিরোপা পেয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব মজুমদার সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে জল জীবন মিশন রূপায়ণে রাজ্যের সাফল্য, অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি জানান, জল জীবন মিশনে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার ৬ লক্ষ ১২ হাজার ১৯২টি পরিবারে নলবাহিত পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ২৮১৩টি ডিপ টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে। চালু করা হয়েছে ২৩৫৪টি ডিপটিউবওয়েল। তাছাড়াও ৭১৮৪টি স্মল বোর ডিপটিউবওয়েল চালু, ২৯৬টি ইনোভেটিভ স্কিম, ৪টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং ৯০৪টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। তিনি জানান, লেফুঙ্গা এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উমরাংসো কয়লা খাদান থেকে এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

উমরাংসো (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) ।। অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অসমের ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসোর প্রত্যন্ত ৩ কিলো এলাকার প্লাবিত '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি' (কয়লা খাদান) থেকে এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনা ও এনডিআরএফ-এর যৌথ ডুবুরি দল। উদ্ধারকৃত শ্রমিক নেপালের বাসিন্দা প্রায় ৪২ বছর বয়সি নেপালের উদয়পুর জেলার অন্তর্গত তক্ষশিলা থানাধীন রামপুর (দুমন্না-২ ভিজপুর)-এর বাসিন্দা জনৈক মান হরভজন শেরচের বছর ৪২-এর ছেলে রাজেন শেরচ বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

১ নম্বর এনডিআরএফ-এর পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, আজ বুধবার সকাল প্রায় পৌনে নয়টা নাগাদ ১ নম্বর ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স এবং আর্মি প্যারা ডাইভার্স-এর জওয়ানরা জলে ভরতি গভীর খাদান থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। উদ্ধারকৃত রাজেন শেরচের মৃতদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল প্রায় ৯.০০টা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী উমরাংসো থানা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত ৩ কিলো এলাকায় প্রায় ৩০০ ফুট গভীর '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি' (কয়লা খাদান)-তে আচমকা বাইরে থেকে হড়কা বানের জল হু হু করে দ্রুতগতিতে ঢুকে পড়লে বেশ কয়েকজন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সরকারিভাবে আবদ্ধদের সংখ্যা নয় (৯) বলে জানানো হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী আজ নেপালের উদয়পুর জেলার অন্তর্গত তক্ষশিলা থানাধীন রামপুর (দুমন্না- ২ ভিজপুর)-এর বাসিন্দা জনৈক মান হরভজন শেরচের বছর ৪২-এর ছেলে রাজেন শেরচ (গঙ্গাবাহাদুর)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হলেও এখনও খাদানে আটকে রয়েছেন আরও আট (৮) জন। তাঁরা যথাক্রমে (১) অসমের দরং জেলার শ্যামপুর থানাধীন বগরিবাড়ির বাসিন্দা জনৈক আলম উদ্দিনের ৩০ বছর বয়সি ছেলে হুসেন আলি, (২) অসমের দরং জেলার অন্তর্গত দলগাঁও থানাধীন ৪ নম্বর শৌলমারিখুঁটি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক মধু শেখের ছেলে জাকির হুসেন (৩৮), (৩) অসমের কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত গোসাঁইগাঁও থানাধীন খালাসানিমারি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক রাধাকান্ত বর্মণের ছেলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের স্বার্থরক্ষায় বিরোধীদের আন্দোলন অর্থহীন ঃ জনজাতি মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। সিপিআইএম এবং কংগ্রেস জনজাতিদের চিন্তা কখনোই করেনি। জনজাতিদের স্বার্থরক্ষার দাবি তুলে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস প্রায়শই বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে। বিরোধীদের এই আন্দোলন অর্থহীন। বুধবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয় সাংবাদিক সম্মেলনে এমন তাই বললেন জনজাতি মোর্চার সভাপতি তথা এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা।

ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান সরকারের আমলে জনজাতি কল্যাণের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ভুয়সি প্রশংসা করা হয়। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ রাজ্যে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা এবং জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে নানা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে এই রাজ্যে জনজাতিদের কল্যাণে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে দাবি করেছেন জনজাতি মোর্চার সভাপতি। তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে জনজাতিদের ব্যাপক উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে রাজ্যে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি, ব্রু সেটেলমেন্ট সহ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সংকট, প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। তিন মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে আজ বাধ্য হয়ে পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে মনু-ছৈলেংটা জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন প্রমিলা বাহিনী। আজ অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

অভিযোগ, দীর্ঘ তিন মাস ধরে এলাকার জনগণ প্রচন্ড পানীয় জলের অভাব বোধ করে আসছিল।

এলাকার বিধায়ক থেকে শুরু করে

দফতরের নিকট জলের সংকটের কথা জানিয়ে আসলেও আজও পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের কোন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

এর আগে জলসম্পদ দপ্তরের অধিকর্তা জল সংকটে কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আজ বাধ্য হয়ে সকাল থেকে মনু-ছৈলেংটা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন মহিলারা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ অবরোধকারীদের সাথে কথা বলার পর পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

ঘন কুয়াশা

যান দুর্ঘটনায় আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ জানুয়ারি।। বাইসাইকেল এবং অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর দেওয়া হয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উদয়পুরে।।

প্রসঙ্গত, বুধবার সকাল থেকে মন্দির নগরী উদয়পুরে ঘন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতির আক্রমণের শিকার বামকর্মী অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। গত ৬ জানুয়ারি মোহনপুরের বামুটিয়া কালিবাজার এলাকায় নেশার বিরুদ্ধে ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে এক যুব পথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পদযাত্রায় নেশা বিরোধী অভিযানে যারা শামিল ছিলেন তাদেরকে চিহ্নিত করে ৭ জানুয়ারি বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। বামফ্রন্টের যুব সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করার জন্য ৯টি বাড়িতে ৭ জানুয়ারি হামলা চালিয়েছে বিজেপির দুষ্কৃতিকারীরা। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস। এই হামলার পেছনে স্থানীয় মন্ত্রীকেও দায়ী করেছেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে রতন দাস বলেন, সিপিআইএম যুব সংগঠনের উদ্যোগে মোহনপুরের বামুটিয়া কালীবাজার এলাকায় নেশা বিরোধী পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পথযাত্রায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এক মহিলাকেও বেধরক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনায় যারা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সরকারি প্রতীক ব্যবহারের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা সরকারের রাজ্য প্রতীক বা লোগো হিসেবে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। প্রসঙ্গত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যের নতুন নতুন সরকারি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ফের রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। আগরতলা সাব্রুমগামী রেলে কাটা পরে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ওই ঘটনায় বীরচন্দ্রনগর মহানন্দ বৈষ্ণব পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ এবং দমকলবাহিনী।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসএফ'র কালো দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় আন্দোলন করতে গিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী আক্রান্ত হয়েছিলেন। এরই প্রতিবাদে খুমুলুঙ-এ আজকের দিনটিকে কালো দিবস পালন করল টিএসএফ।

টিএসএফ সাধারণ সম্পাদক হামলো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডভোটেক জেনারেলকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। মঙ্গল কামনায় পূজা দিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ি ও মেলারমাঠস্থিত কালী মন্দিরে। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে দলীয় কর্মকর্তারা। আজ রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শাসক দলের নেতা ও সমর্থকরা নানা ধরনের কার্যকলাপের আয়োজন করেছেন।

এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার পরিশ্রমী মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি তার নম্র ও পরিশ্রমী প্রকৃতির জন্য ত্রিপুরার জনগণের কাছে নিজেকে প্রিয় করেছেন। রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে তাঁর মনোযোগের ফলে দারুণ ফল হয়েছে। আমি তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের প্রার্থনা করছি। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ত্রিপুরার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান, বাজেয়াপ্ত বহু বাইক, স্কুটি

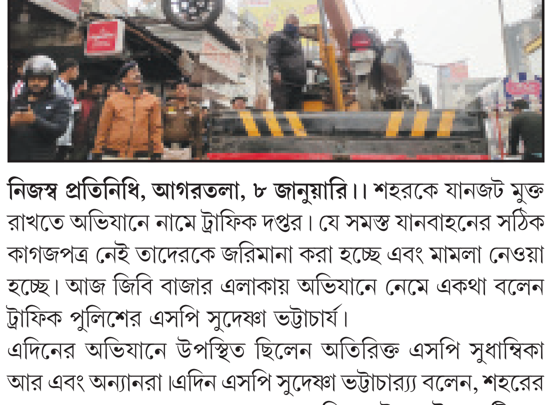

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে অভিযানে নামে ট্রাফিক দপ্তর। যে সমস্ত যানবাহনের সঠিক কাগজপত্র নেই তাদেরকে জরিমানা করা হচ্ছে এবং মামলা নেওয়া হচ্ছে। আজ জিবি বাজার এলাকায় অভিযানে নেমে একথা বলেন ট্রাফিক পুলিশের এসপি সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য।

এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত এসপি সুধান্বিকা আর এবং অন্যানরা ।এদিন এসপি সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য বলেন, শহরের আনাচে-কানাচে যত্রতত্র এলাকায় গাড়ি মোটর বাইক স্কুটি সহ নানান যানবাহন যেখানে খুশি সেখানেই পার্কিং করে চলছে জনগণ। মূলত শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে আজকের এই অভিযান। বেশ কিছু দিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
২৪ পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শেখ হাসিনাকে নিয়া চাপানোতোর

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শেখ হাসিনাকে নিয়া বিরোধ ক্রমশ বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারতের কাছে নানা কৌশলে চাপ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস নিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার বাংলাদেশের কোন ধরনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করিতে নারাজ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। এদিকে বাংলাদেশ সরকার যখন শেখ হাসিনার পাসপোর্ট বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে ভারত সরকার শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থানের জন্য ভিসার মেয়াদ আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। ফলশ্রুতিতে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধ তীব্র হইতে তীব্রত আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ভারত সরকার কোন অবস্থাতেই শেখ হাসিনাকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতে নারাজ। শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করিয়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধ আরও বাড়িল। মঙ্গলবার মুজিবকন্যার পাসপোর্ট বাতিল করিয়াছিল ঢাকা। এর কয়েক ঘণ্টা পর হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়াইল নয়াদিল্লি। বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট, কোনও মূল্যেই প্রত্যার্পণ করা হইবে না দেশত্যাগী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে।গত বছরের আগস্টে শেখ হাসিনার সরকারকে হিংসাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে উৎখাতের পর বাংলাদেশের দখল নিয়াছে ইউনিসের উপদেষ্টা সরকার। এর পরই গোটা বাংলাদেশজুড়িয়া সংখ্যালঘুদের উপর চলিতে থাকে ভয়াবহ হিংসা। শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগের নেতাদের ধরিয়া ধরিয়া হত্যা করা হয়। ভারতের আশ্রয় নেওয়া হাসিনাকে ফেরাইতেও শুরু হয় উদ্যোগ। দেশে তাঁহার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা দায়েরের পাশাপাশি হাসিনাকে ফেরত চাইয়া নয়াদিল্লিকে কূটনৈতিক বার্তা পাঠায় ঢাকা। তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করিয়া বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হাসিনা এবং সহঅভিযুক্তদের ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির হইতেও বলা হয়। হাসিনাকে প্রত্যার্পণের জন্য ভারতের উপর চাপ বাড়াইতে মঙ্গলবার হাসিনার পাসপোর্টও বাতিল করা হয়। তবে বাংলাদেশের এই কূটনৈতিক চালকে কার্য্যত ফুৎকারে উড়াইয়া দিল নয়াদিল্লি।

দিল্লি সূত্রে জানা গিয়াছে, শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি 'কূটনৈতিক' নয়, 'আইনি'। কোনও অন্তর্বর্তী সরকার স্থায়ী সরকারের কাছে রাজনৈতিক নেতার প্রত্যার্পণ চাইলে তাহার আইনি দিক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বাংলাদেশ যে কূটনৈতিক বার্তা পাঠাইয়াছে ভারত অবশ্যই তাহার উত্তর দেবে। তবে সেই উত্তর দিতে এত তাড়াহুড়ো ভারত চাইছে না। এই পরিস্থিতিতে হাসিনার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিতে এটা স্পষ্ট যে তাঁহাকে কোনওভাবেই বাংলাদেশে পাঠাইবে না মোদি সরকার। তবে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক যে বজায় রাখা হইবে সে বার্তাও বারবার দেওয়া হইয়াছে ভারতের তরফে।বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের প্রত্যার্পণ চুক্তি থাকিলেও তাহাতে স্পষ্ট বলা রহিয়াছে, যাহাকে প্রত্যার্পণ করা হইবে সংশ্লিষ্ট দেশে তাঁহার যদি প্রাণসংশয় থাকে সেক্ষেত্রে ভারত অভিযুক্তকে প্রত্যার্পণ নাও করিতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে হাসিনার প্রাণহানির আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে। সরকারের মদতেই তাহাকে খুন করা হইতে পারে বলিয়াও আশঙ্কা। সব মিলাইয়া, হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়াইয়া ভারত বুঝাইয়া দিল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার গুরুত্ব ভারতের কাছে অনেক বেশি। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়াই ভারত সরকার শেখ হাসিনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত দিল্লিতে, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, প্রবল শীতের মধ্যেই বিগত কয়েকদিন ধরে কুয়াশার দাপটও বাড়ছে। বুধবারও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, অক্ষরধাম প্রভৃতি এলাকায় দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। কুয়াশার কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে অনেক ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে।
ঘন কুয়াশা থাকলেও বুধবার সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিকই ছিল। সমস্ত বিমান স্বাভাবিক সময়ে ওঠানামা করেছে।

কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত দিল্লিতে, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, প্রবল শীতের মধ্যেই বিগত কয়েকদিন ধরে কুয়াশার দাপটও বাড়ছে। বুধবারও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, অক্ষরধাম প্রভৃতি এলাকায় দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। কুয়াশার কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে অনেক ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে।
ঘন কুয়াশা থাকলেও বুধবার সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিকই ছিল। সমস্ত বিমান স্বাভাবিক সময়ে ওঠানামা করেছে।

মালদায় তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার দলের নেতা-সহ দুই, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭

মালদা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): মালদায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় দলেরই টাউন সভাপতি তথা হিন্দি সেলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার কয়েক দফায় ওই নেতাকে ইংরেজবাজার থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল নরেন্দ্রনাথের দুই ভাই ধীরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং অখিলেশ তিওয়ারিকেও। তার পরেই প্রাক্তন কাউন্সিলর নরেন্দ্রনাথ গ্রেফতার হয়েছেন। পাকড়াও হয়েছেন স্বপন শর্মা নামে আরও এক নেতা।
এই নিয়ে মালদার তৃণমূল নেতার খুনে গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭। তবে এখনও খুনের কারণ স্পষ্ট হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি মালদার ইংরেজবাজার শহরের ঝলঝলিয়ার কাছে নিজের কারখানার অদূরে খুন হন তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল।

দেবতা জানুসের নাম থেকে যেভাবে জানুয়ারি প্রথম মাস

জানুয়ারি মাসের এক তারিখে, সারা দুনিয়ার মানুষ আতশবাজি পুড়িয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে, হৈহুল্লোর করে, উৎসব আয়োজনে খৃস্টাব্দের নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। কিন্তু, উৎসব করার আগে, আপনি কি কখনো নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছেন কেন পহেলা জানুয়ারি বছরের প্রথম দিন? এর আগে এক সময় ২৫শে মার্চ, আবার ২৫শে ডিসেম্বরসহ বিভিন্ন তারিখে বছরের শুরু ধরা হতো। এর কারণটা ছিল মূলত রোমান পেগান উৎসব এবং দুই হাজার বছরেরও বেশি আগে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার যে ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা চালু করেছিলেন তার সূত্র ধরে।
আর সেইসাথে ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরিকেও এর কৃতিত্ব দিতে হবে।
জানুস প্রাচীন রোমানদের জন্য, জানুয়ারি মাসটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এ মাসটি ছিল দেবতা জানুস, যার আরেক নাম ইয়ানুরিয়াস, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ জানুয়ারি, তাকে উৎসর্গ করা মাস।
রোমান পৌরাণিক কাহিনীতে, জানুস হচ্ছেন দ্বিমুখী দেবতা, অর্থাৎ তাকে দুটি মুখ দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। তাকে রূপান্তরের দেবতাও বলা হয়। অর্থাৎ যেকোন পরিবর্তনের শুরু এবং শেষের প্রতীক। ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডায়ানা স্পেনসার ব্যাখ্যা বলেন, 'জানুসের দুটি মুখের একটি সামনের দিকে এবং আরকটি পিছনের দিকে ঘোরানো।' সামনের মুখটি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এবং পেছনের মুখটি অতীতের দিকে ফেরানোকে নির্দেশ করে। জানুয়ারি বছরের প্রথম মাস হওয়ার পেছনে অতীত এবং ভবিষ্যৎ - উভয় দিকে তাকানোর একটা সম্পর্ক আছে। 'সুতরাং যদি বছরের মধ্যে একটা সময় আসে যখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে 'এটাই আবার শুরু করার সময়, সেক্ষেত্রে জানুয়ারি প্রথম মাস হওয়াটা যৌক্তিক।' আবার ইউরোপে এটি এমন এক সময় যখন শীতকালের পরের দিনগুলো দীর্ঘ হতে শুরু করে। অধ্যাপক স্পেন্সার বলেছেন, 'এটি রোমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল, কারণ এটি সেই ভয়ানক ছোট দিনগুলোর পরে আসতো, যখন পৃথিবী ছিল অন্ধকার, হীম শীতল এবং যখন ঠান্ডার কারণে কোন ফসল ফলত না।' কেননা, বছরের দীর্ঘতম রাত ২২শে ডিসেম্বর থেকে ক্রমে দিন বড় হতে থাকে, আর জানুয়ারির শুরু থেকে দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় সূর্য্যের দক্ষিণায়নের ফলে। এ কারণে অধ্যাপক স্পেন্সারের মতে 'জানুয়ারি এক ধরণের বিরতি এবং প্রতিফলনের সময়কাল।' ২৫শে ডিসেম্বর সেসময় রোমানরা যতো বেশি ক্ষমতা অর্জন করতে শুরু করে, তারা নিজেদের বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে নিজেদের ক্যালেন্ডার ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। কিন্তু মধ্যযুগে, রোমের পতনের পরে, খ্রিস্টধর্ম নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা দাবি করে যে পহেলা জানুয়ারি পেগানদের তারিখ। অনেক দেশে যেখানে খ্রিস্টধর্মের আধিপত্য ছিল, তারা ২৫শে মার্চকে নতুন বছরের শুরু হিসাবে উদযাপন করতে চেয়েছিল। কারণ তাদের মতে, সেই দিনটি ছিল যখন দেবদূত গ্যাব্রিয়েল, ভার্জিন মেরির কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্পেন্সার বিবিসিকে বলেছেন, 'যদিও খ্রিস্টের জন্মের সময় ক্রিসমাস হয়, কিন্তু খ্রিস্টের এ জন্মের ঘোষণাটি মেরির কাছে আরও আগে আসে যে, তিনি ঈশ্বরের এক নতুন অবতারের জন্ম দিতে চলেছেন।' 'সেই মুহূর্ত থেকে যেহেতু খ্রিস্টের গল্পের শুরু হয়েছে, তাই ২৫শে মার্চ থেকে নতুন বছর শুরু হওয়াকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবা হয়।' পহেলা জানুয়ারি যেভাবে প্রথম দিন হলো বছরের ষোড়শ শতকে, পোপ গ্রেগরি ত্রয়োদশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন এবং ক্যাথলিক দেশগুলিতে ওই সময় থেকে পহেলা জানুয়ারিকে নতুন বছরের শুরু হিসাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আমরা এখন যে ক্যালেন্ডার অনুসরণ করি বা যেটি ইংরেজি বর্ষপঞ্জি হিসেবে চেনেন অনেকে, সেটাই "গ্রেগরিয়ান" ক্যালেন্ডার।

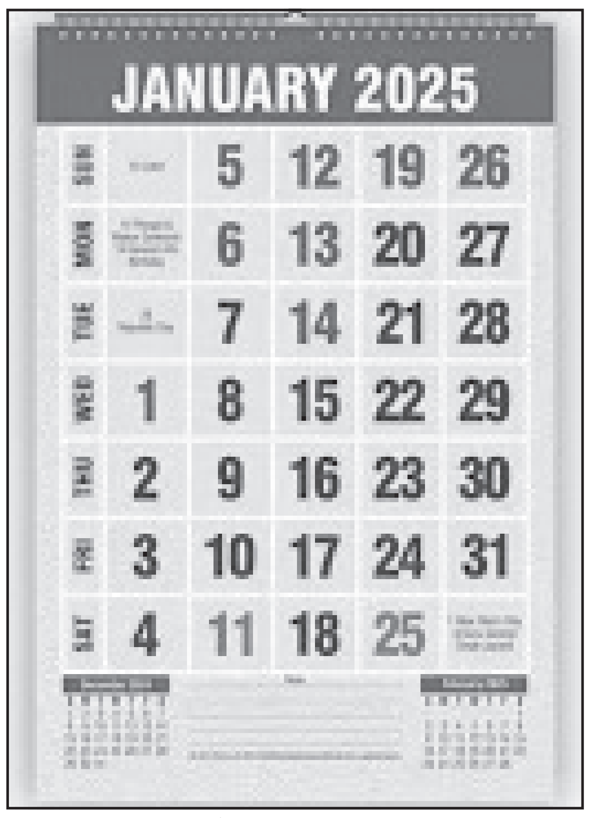

ইতালি, স্পেন এবং পর্তুগালের মতো ক্যাথলিক দেশগুলো তখন দ্রুতই এই নতুন ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। তবে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং অর্থোডক্স খ্রিস্টান প্রধান দেশগুলো এটি বেশ দেরিতে গ্রহণ করে। ইংল্যান্ড, যে দেশটি পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়কে গ্রহণ করেছিল, তারা ১৭৫২ সালের আগ পর্যন্ত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেনি। এর আগ পর্যন্ত তারা ২৫ মার্চকেই নববর্ষের প্রথম দিন হিসেবে উদযাপন করতো।
সে বছর ব্রিটেনের পার্লামেন্টের একটি আইন ব্রিটিশদের ইউরোপের বাকি অংশের সাথে একীভূত করেছিল। এর আগে ১৬৯৯ সালে জার্মানির বিভিন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট অধ্যুষিত রাজ্যগুলো নতুন এই বর্ষপঞ্জি গ্রহণ করে। ব্রিটেনের পর ১৭৫৩ সালে সুইডেন, ১৮৭৩ সালে জাপান, ১৯১২ সালে চীন, ১৯১৮ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ইউরোপের সবশেষ দেশ হিসেবে গ্রীস ১৯২৩ সালে এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান প্রধান নয় এমন দেশও গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে শুরু করে। বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে, আর ঠিক এই কারণেই আমরা প্রতি বছরের পহেলা জানুয়ারি সারা বিশ্বে আতশবাজি পোড়ানোর উদযাপন দেখি। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের আগে প্রচলিত ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। রোমান শাসক জুলিয়াস সিজার প্রথম শতকে ওই বর্ষপঞ্জি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে বছরের সময়কাল ১১ সেকেন্ড বেশি স্থায়ী হয়। সেইসাথে দেখা যায় ক্যালেন্ডারটিতে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ সংক্রান্ত কিছু ভুল গণনা ছিল। যে কারণে প্রায়শই ঋতুর সঙ্গে এর বিচ্যুতি ঘটতো। ফলে বার বার সংশোধন করতে হতো। হিসাবে এই ভুলের কারণে পরের কয়েক শতক ভুল সময়ে পালিত হয় অনেক উৎসব। বিশেষ করে 'ইস্টার'-এর তারিখ নির্ধারণে সমস্যা দেখা দেয়। পাশাপাশি নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়ায় সেসময় এই ক্যালেন্ডারের কিছু পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। ফলস্বরূপ জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের পরিবর্তন এবং প্রতিস্থাপন হিসেবে চালু করা হয় বর্তমানের গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারটি। সূর্য্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিভ্রমণে ৩৬৫ দিন, পাঁচ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট এবং ৪৫ দশমিক দুই পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগে। বছর এবং দিন তারিখের হিসাব এই পরিভ্রমণের সময়কালকে ঘিরেই নির্ধারণ করা হয়। বিশ্বকোষ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে, নতুন এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ৩৬৫ দিনে এক বছর গণনা করা হয়।
বাকি যে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ড থাকে সেগুলোকে ভারসাম্যে আনতে প্রতি চার বছর পর পর লিপ ইয়ার থাকে, যেখানে প্রতি চার বছরে একদিন বেড়ে যায়। মূলত জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ভুল গণনা সংশোধন বা ঠিক করার জন্য, জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার ক্ল্যাভিয়াসকে একটি নতুন ক্যালেন্ডার ডিজাইন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী লুইগি লিলিওর (অ্যালোসিয়াস লিলিয়াস) সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি হয় নতুন ক্যালেন্ডার, যা পরবর্তীতে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসাবে পরিচিতি পায়। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতি চতুর্থ বছর একটি অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার হবে। কিন্তু বেজোড় শতকের বছর অর্থাৎ যেসব বছর ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য নয়, সেগুলোকে এই পদ্ধতিতে ছাড় দেওয়া হয়।
যেমন ১৬০০, ২০০০, ২৪০০ সালগুলো লিপ ইয়ার ছিল। কিন্তু, ১৭০০, ১৮০০, এবং ১৯০০ বছর লিপ ইয়ারের তালিকা থেকে বাদ যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে এ সংশোধনী আনা হয় ১৫৮২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি। পোপের শাসনে এই সংশোধনী গৃহীত হলেও, একে ঘিরে ধর্মীয় নেতা এবং পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তখন। বিশেষ করে প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলো নতুন ক্যালেন্ডারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি যেভাবে সর্বজনীন হলো গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির সবচেয়ে বড় দিক হল এটি সর্বজনীন, যেখানে তারিখগুলো কখনই দিন পরিবর্তন করে না।
তবে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে, এমন অনেক দেশেরই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত বা ধর্মীয় ক্যালেন্ডারও রয়েছে।
যেমন, বাংলাদেশের নিজস্ব বাংলা ১২ মাসের পঞ্জিকা রয়েছে। দেশটি ১৪শ বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিবছর এপ্রিলের মাঝামাঝি বাংলা নববর্ষ পালন করে আসছে।
একইভাবে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মিয়নামার এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া ১৯১২ সালে চীন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করলেও তাদের নিজস্ব চন্দ্র বর্ষপঞ্জিও অনুসরণ করে এবং প্রতি বছর চীনসহ বিভিন্ন দেশে চীনা নববর্ষ উদযাপন অব্যাহত রেখেছে। আবার ইথিওপিয়ার বাসিন্দারা সেপ্টেম্বর মাসে এনকুটাটাশ নামে নিজেদের ঐতিহ্য অনুযায়ী নববর্ষ উদযাপন করে। অন্যদিকে, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোয় হিজরি নববর্ষ পালন হয়। তবে, ঠিক এই মূহুর্তে অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক যোগাযোগে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে পৃথিবী জুড়ে মূলত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কিশোরী লুসিই আমাদের পূর্বসূরি কেমন ছিল আদিম মানবীর শেষ দিন ?

বিশ্বদীপ দে।। লুসি হাঁটছিল। ৩২ লক্ষ বছর আগে। তবু আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা মানে আধুনিক মানুষেরা। অস্ট্রালোপিথেকাস জনগোষ্ঠীর এক সদ্য কিশোরীর শেষ দিনটা 'খুঁজে' পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মানেন সব ফসিলসই স্পেশাল। কিন্তু লুসির মতো কেউই নয়। জীবাশ্মবিদ জেরেমি ডিসিলভার মতে, "লুসি আমাদের পরশপাথর। সমস্ত গবেষণাতেই ওর কাছে ফিরে আসতে হয়। আর ও সেটারই যোগ্য।" জলাশয়ের কাছে মৃত্যু হয়েছিল লুসির। কিন্তু সে আজও 'জীবিত'। আধুনিক মানুষ নিজেদের বিবর্তনের ধারাকে বুঝতে যে ফসিলসগুলি 'পড়তে' চেষ্টা করেছে সেই তালিকায় লুসি এক অনতিক্রম্য নাম।
১৯৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর। আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগের একদিন। ইথিওপিয়ার হাডারে জীবাশ্মবিদ ডোনাল্ড জোহানসন হোঁচট খেলেন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে থাকা এক হাড়ের খোঁচায়। শুরু হল ওই অঞ্চলে খোঁজাখুঁজি। পরবর্তী সপ্তাহ দুয়েক সময়ে মিলল এক মানব শরীরের ৪০ শতাংশ হাড়গোড়। এযাবৎ লভ্য আদিম মানুষের সমস্ত ফসিলসের মধ্যে এটাই 'পূর্ণতা'য় সবার আগে। তাই লুসির কাছে ফিরে আসতেই হয় বিজ্ঞানীদের। তাকে ছুঁয়েই আদিম মানবের পথচলার ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা করে চলেছেন তাঁরা। কিন্তু লুসি নামটা কোথা থেকে এল? জানা যায়, বিখ্যাত বিটলসের বিখ্যাত গান 'লুসি ইন দ্য স্কাই উইথ ডায়মন্ডস' থেকেই আদিম কিশোরীকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল।
এখানেই মিলেছিল লুসির ফসিলস গত পাঁচ দশক ধরে লুসির শরীরের ৪০ শতাংশ হাড়গোড়কে খুঁটিয়ে দেখেছেন জীবাশ্মবিদরা। তাঁরা নিশ্চিত অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেন্সিসরাই সরাসরি মানব প্রজাতির পূর্বপুরুষ। আদিম যুগ থেকে আধুনিক মানুষ পর্যন্ত যে 'বংশলতিকা', তা খুঁজে পাওয়ার পথে তৈরি হওয়া নানা প্রশ্নের উত্তর পঞ্চাশ বছর ধরে দিয়ে চলেছে লুসি। আর এই বিস্তৃত গবেষণা পরিষ্কার করে দিয়েছে, তার সম্পর্কে এত বেশি তথ্য হাতে এসেছে যে তার শেষ দিনটা এত দূরের সময় থেকেও যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেমন ছিল লুসির জীবনের শেষ দিনটা? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, দিনের শুরুটা সম্ভবত ছিল একেবারেই সাধারণ। গাছের অনেক উপরে ঘুম ভেঙেছিল লুসির। তার পর সে নেমে এসেছিল মাটিতে। আজকের কোনও মানব শিশু যেভাবে হাঁটে, সেভাবেই টলমল করে সে পথ চলত। দৃষ্টি থাকত সজাগ। কেননা আদিম লতাগুল্মে ঢাকা সেই অরণ্যময় পৃথিবীতে সর্বত্রই ছিল বিপদের আশঙ্কা! যখন তখন গাছপালার আড়াল থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে বড় দাঁতওয়ালা বাঘ থেকে হায়না। জলাশয়ে গিজগিজ করছে অতিকায় কুমির। অসতর্ক হওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। সেই যুগে তাই আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউই একা থাকত না। দল বেঁধে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা সমাজ সেই অর্থে গড়ে না উঠলেও দলে থাকার উপযোগিতা ভালোই বুঝেছিল তারা। সেই আদিম পৃথিবী হাসপাতাল নেই, ঘরবাড়ি নেই, আশ্রয় বলতে গাছপালা, চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে নরসংহারক সব প্রাণীর দল পরস্পরের পাশে না দাঁড়ালে ছোটখাটো চেহারার অস্ট্রালোপিথেকাসদের বাঁচাবে কে? লুসির শেষ দিনের কথা সবটা বলার আগে তার সম্পর্কে আর একটু বলা যাক। তার হাড়গোড় পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক ভাবে মনে হয়েছিল হয়তো সে একেবারেই ছোট্ট একটা মেয়ে। বয়স ৬-৭-এর বেশি হবে না। কিন্তু তার গজিয়ে ওঠা আক্কেল দাঁত দেখে মনে হচ্ছে মৃত্যুর সময় সে ছিল এক সদ্য কিশোরী। এবং সম্ভবত তার শিশুসন্তানও ছিল। যদিও অপেক্ষাকৃত অনেক সরু শ্রোণিদেশ দেখে অনুমান করা যায়, সন্তান প্রসব করতে কোনও প্রাগৈতিহাসিক 'দাইমা'কে তার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই যুগে ১৫ থেকে ২০ জন আদিম মানব-মানবী একসঙ্গে থাকত বলেই মনে করা হয়। ঠিক আজকের যুগের শিম্পাঞ্জিদের মতোই। সুতরাং সেই দলেরই কোনও পুরুষই সম্ভবত ছিল তার পুরুষ সঙ্গী। এহেন লুসি জীবনের শেষদিনও হয়তো একলা ছিল না। আগেই বলা হয়েছে একসঙ্গে থাকাই ছিল তাদের অভ্যেস। এবং হয়তো লুসির কোলেই ছিল তার সদ্যোজাত। তাকে নিয়েই সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল খাবার। অর্থাৎ ফলমূল, পোকামাকড় ইত্যাদি। সেই আদিম পৃথিবীতে কৃষিকাজ ছিল অধরা। খাবার মজুত করতেও সম্ভবত জানা ছিল না তাদের। তাই লুসিও অন্যদের মতোই খাবার পেয়েই মুখে পুরে ফেলত। এবং শেষদিন ঘাস, শিকড় ও পোকামাকড় সে কিছু খেয়েওছিল। তার দাঁতে লেগে থাকা রাসায়নিক পরীক্ষা করে তেমনটাই জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। এবং হয়তো পাখির ডিম, হরিণের মাংসও সে ছিঁড়ে খেয়েছিল অল্পবিস্তর। আসলে সেই ভয়ংকর পরিবেশে ধীরগতির দ্বিপদ প্রাণী হিসেবে খুব বেশি বাছাইয়ের সুযোগ ছিল না তাদের সামনে। আগুন জ্বেলে রান্না করা শিখতে তখনও ঢের বাকি। জীবনের শেষ মুহূর্তে কোনও জলাশয়ের কাছে ছিল লুসি। গবেষকরা তাঁর মৃত্যুর দুটি কারণ খুঁজে পেয়েছেন। একটি হল, কুমিরের শিকার হওয়া। আচমকাই হয়তো জল থেকে উঠে এসে সে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল লুসিকে। আরও একটি কারণ হতে পারে গাছ থেকে পড়ে যাওয়া। দুই সম্ভাবনাই রয়েছে। প্রথমটির সপক্ষে প্রমাণ পেলভিসে শ্বাপদের দাঁতের চিহ্ন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চিহ্ন হিসেবে রয়েছে ডান কাঁধ, পাঁজর ও হাঁটু ভাঙার সংকেত। ৩২ লক্ষ বছর আগে মারা যাওয়ার সময় সেই অসহায় কিশোরী কি ভাবতে পেরেছিল কালখণ্ডের কোনও এক প্রান্ত থেকে তার সেই শেষদিনটিকে নির্মাণ করবে তার উত্তরসূরিরা! জাগতিক মৃত্যুর পর্ব পেরিয়ে এসে সে থেকে যাবে মানুষের বিবর্তনের এক মাইলফলক হয়ে। যে ফলককে ছুঁয়ে ছুঁয়েই নিজেদের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করবে হোমো স্যাপিয়েন্সরা। জেরেমি ডিসিলভার কথাটায় আবার ফিরে আসতে হবে শেষে। সমস্ত গবেষণাতেই ওর কাছে ফিরে আসতে হয়। লুসি তাই থেকে গিয়েছে আজও। থেকে যাবে আরও বহুদিন। যতদিন বিজ্ঞান থাকবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহাকুম্ভ সংগীত: আকাশবাণী ও দূরদর্শন প্রযোজিত একজোড়া থিম সংগীতের প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারী : প্রয়াগরাজের গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে আগামী ১৩ই জানুয়ারি থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় মহা কুম্ভ মেলার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। প্রশাসনিক, আরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি আকাশবাণী ও দূরদর্শনও এই উৎসব অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রস্তুতি নিয়েছে। দূরদর্শন ও আকাশবাণী মহা কুম্ভের জন্য বিশেষ থিম সঙ্গীত প্রকাশ করেছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ নতুন দিল্লিতে এই দুটি থিম সঙ্গীত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যান শ্রী নবনীত কুমার সেহগাল, প্রসার ভারতীর সিইও শ্রী গৌরব দ্বিবেদী, দূরদর্শনের মহানির্দেশক শ্রীমতি কাঞ্চন প্রসাদ এবং আকাশবাণীর মহানির্দেশক শ্রীমতি প্রজ্ঞা পালিওয়াল গৌর।

বিশিষ্ট পদ্মশ্রী কৈলাশ খেরের গাওয়া দূরদর্শন প্রযোজিত সংগীতটি ভক্তি, উদযাপন এবং মহান মহাকুম্ভ-এর প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক সারবত্তাকে ধারণ করে রচনা করা হয়েছে। সুখ্যাত লেখক আলোক শ্রীবাস্তবের প্রাঞ্জল কথায় এবং শ্রী ''ক্ষিতিজ তার'' ব্যবস্থাপনায় আত্ম-আন্দোলিত সুর ও সঙ্গীত যন্ত্রের মূর্ছনায় কৈলাশ এর গভীর গায়কী যেন মহা কুম্ভের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং উৎসবের সঙ্গমকে যেন প্রকাশ করেছে।

ঐতিহ্যবাহী সুর এবং আধুনিক ব্যবস্থার একটি সুরেলা মিশ্রণ, 'মহাকুম্ভ হ্যায়' সংগীত ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মহাকুম্ভ মেলার কালজয়ী তাৎপর্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।'

মহাকুম্ভ হ্যায়'-এর অফিসিয়াল মিউজিক ভিডিওটি এখন দূরদর্শন এবং এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে।

'জয় মহাকুম্ভ জয় মহাকুম্ভ, পাগ পাগ জয়কারা মহাকুম্ভ।'.....

মহাকুম্ভকে উৎসর্গ করে আকাশবাণীর একটি বিশেষ সংগীতেরও উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। এই অনন্য গানটি সঙ্গীত এবং গীতিকবিতার সমন্বিত উপস্থাপনার মাধ্যমে মহাকুম্ভ-এর আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্য্যকে তুলে ধরেছে। এই গানটি প্রয়াগরাজের পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে অনুষ্ঠিতব্য মহাকুম্ভ-এর জাঁকজমকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। একজন ভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সঙ্গীত শিল্পকর্মটি বিশ্বখ্যাত এই মানব সমাবেশের সারমর্মকে প্রতিফলিত করে। কুম্ভের আগমন প্রয়াগরাজের ভূমির জন্য গর্বের মুহূর্ত, যা লক্ষ লক্ষ ভক্তের শ্রদ্ধা প্রকাশের মন্তব্যে অনুরণিত হয়। অভিনয় শ্রীবাস্তবের লেখা এই সংগীতে ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগের প্রেরণাদায়ী কথাগুলো সন্তোষ নাহার এবং রতন প্রসন্নের সংগীত মূর্ছনায় ও রতন প্রসন্নের সুরেলা কণ্ঠে প্রাণবন্ত এক উপস্থাপনার উপহার এই সংগীত।

প্রয়াগরাজের সবুজ মহাকুম্ভ - থাকবে ১,০০০-এরও বেশি পরিবেশ রক্ষক, পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ মনোযোগ।

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ২০২৫: প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ পরিবেশ সুরক্ষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক শক্তিশালী আখ্যান রচনা করছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি এই শহরটি আয়োজন করবে ''গ্রিন মহাকুম্ভ'' অর্থাৎ সবুজ মহাকুম্ভের, যেখানে গোটা দেশ থেকে ১,০০০-এরও বেশি পরিবেশ ও জল সংরক্ষণ কর্মী একত্রিত হবেন। এই বিশেষ আয়োজনটি মূলত ''জ্ঞান মহাকুম্ভ২০৮১'' সিরিজের একটি অংশ, যার আয়োজন করেছে 'শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস', এবং এতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

গ্রিন মহাকুম্ভের অংশ হিসেবে, একটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে প্রকৃতি, পরিবেশ, জল এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে গরুত্ব দেওয়া হবে। প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন। এছাড়া, মহাকুম্ভ দর্শনার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা এবং সাফাইয়ের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে এবং সেই সাথে এই প্রচেষ্টাগুলির প্রচারে চলমান প্রচারাভিযানগুলো নিয়েও সেখানে আলোচনা করা হবে।

পরিচ্ছন্ন মহাকুম্ভের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এই ঐতিহাসিক আয়োজনের সফলতার জন্য সরকারি সংস্থা, জন-প্রতিনিধি এবং স্থানীয় নাগরিকরা একসঙ্গে কাজ করে চলেছেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, পরিচ্ছন্নতার প্রচার ও জনসচেতনতা বাড়াতে, ব্যাপকভাবে মানুষের অংশগ্রহণের জন্য মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে 'স্বচ্ছতা রথযাত্রা'র সূচনা হয়েছে।

'স্বচ্ছতা রথযাত্রা'র উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহাকুম্ভে অংশগ্রহণকারী পূণ্যার্থী এবং পর্যটকদের সামনে প্রয়াগরাজের পরিচ্ছন্নতার মনোভাব প্রতিফলিত করা। শহরের মধ্যে 'মহাকুম্ভ নগর পথ' দিয়ে যাওয়ার কারণে এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো, লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর আগমনের সময় একটি নিখুঁত পরিবেশ রক্ষা করা।

প্রয়াগরাজের মেয়র শ্রী উমেশচন্দ্র গণেশ কেসরওয়ানি এই আয়োজনকে 'জন জাগরণ যাত্রা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার উদ্দেশ্য হলো প্রয়াগরাজকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ করা।

নাগরিকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলেন, ডাস্টবিন ব্যবহার করেন এবং এককালীন ব্যবহারের প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন। এই আয়োজন স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে উদ্দীপনামূলক সমর্থন পেয়েছে, যেখানে অনেকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

'স্বচ্ছতা রথযাত্রা'য় বিভিন্ন রঙের ডাস্টবিন নিয়ে রথের পাশে পথনাটক শিল্পীরা সচেতনতামূলক পথনাটক পরিবেশনা করেছেন এবং ভেজা ও শুকনো বর্জ্যের জন্য আলাদা ডাস্টবিন ব্যবহার করে সঠিকভাবে বর্জ্য পৃথকীকরণের বিষয়ে সচেতনতার প্রচার করেছেন। সচেতনতার বার্তাকে আরও জোরালো করতে, সাফাইয়ের থিম নিয়ে একটি মিউজিক ব্যান্ড 'স্বচ্ছতা রথযাত্রা'র পুরো সময় জুড়ে তাদের উপস্থাপনা করেছে, যা মহাকুম্ভ চলাকালীন প্রয়াগরাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বানকে আরও জোরালো করেছে। সাফাই বন্ধু (স্যানিটেশন কর্মী) এবং পুর নিগমের কর্মীরাও বড় সংখ্যায় সক্রিয়ভাবে এই 'স্বচ্ছতা রথযাত্রা'য় অংশগ্রহণ করেছেন, যা শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।

'লস এঞ্জেলেস-২০২৮' অলিম্পিকের প্রস্তুতি শুরু করতে ১৫২তম 'মিশন অলিম্পিক সেল'- এর (এমওসি) বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডব্য

য়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ২০২৫:কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডব্য ভারতীয় ক্রীড়া ব্যবস্থাকে উন্নত করতে একটি সর্বাঙ্গীন পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, রাজ্য সরকার, কর্পোরেশন এবং অন্যান্য অংশীদারদের একত্রিত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৫২তম 'মিশন অলিম্পিক সেল'- এর (এমওসি) বৈঠকে সভাপতিত্ব করার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। এই বৈঠকের মূল বিষয় ছিল নবগঠিত এমওসি সদস্যদের পরিচিতি এবং লস এঞ্জেলেস অলিম্পিক ২০২৮-এ ভারতের পদক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

বৈঠকের পর সংবাদ-মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ড. মান্ডব্য জানান, ভারত ইতোমধ্যেই ২০২৮ সালের অলিম্পিকের প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং একটি কৌশল তৈরি করা হচ্ছে যাতে ক্রীড়াবিদরা ২০২৮ সালের অলিম্পিকে তাদের সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারেন। তিনি আরও বলেন, প্রতিভা চিহ্নিত করা ও লালন-পালন করা, জাতীয় স্তরের মঞ্চে তাদেরকে তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া এবং অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকের পরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের প্রধান জাতীয় কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদ বলেন, ''আমাদের পরিবেশ খুবই চ্যালেঞ্জিং। এটি একটি বৈচিত্র্যময় দেশ যেখানে বিভিন্ন খেলা ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে খেলোয়াড়রা আসেন।''

সন্ধান চাই

Ref- Khowai PS GDE No*f*20– Datedé-20-2-2024

পাশের ছবিটি হল শ্রী অভিজিৎ দাস (৩২) পিতা- শ্রী হরিচরণ দাস সাং- বাইশঘরিয়া, থানা- তেলিয়ামুড়া, জিলা- খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ১০/১২/২০২৪ ইং তারিখে তাহার নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়। কিন্তু অদ্যাবদি বাড়িতে ফিরে আসেনি। উক্ত ছেলেটির দেহের রঙ-ফর্সা, উচ্চতা- ৫ ফুট ৫ ইনি, পড়নে- জিন্স পেন্ট এবং কাল রঙের সোয়েটার, কালো রঙের টুপি।

উক্ত ছেলেটির ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

ইতি

যোগাযোগের ঠিকানা

১) খোয়াই ডি-আই-বি কনট্রোল (০৩৮২৫-২২২০৮১)

(২) কল্যানপুর থানা (০৩৮২৫-২৬ ১২২২)

ICA/D-1657/25

খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক খোয়াই - ত্রিপুরা

সন্ধান চাই

Ref- éŸé Sidhai PS GD Entry No 12– dated 09-12-2024

পাশের ছবিটি শ্রীমতি মেঘনা সাহা, স্বামী- শ্রী রাকেশ ঘোষ, সাং- পশ্চিম তারানগর, ঘোষপাড়া, থানা- সিধাই, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ৩০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং- ফর্সা, মুখমন্ডল- ডিম্বাকৃতি, পরনে- হলুদ রঙের সালোয়ার কামিজ। গত ০৮/১২/২০২৪ ইং তারিখ দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে মোহনপুর বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল:

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬

২) সিটি কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০ ০৩৮১-২৩৪-৩২২২/

৩) সিধাই থানা ৭০৮৫২৬০৭৭৭

ICA/D-1656/25

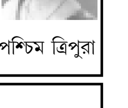

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করল পুলিশ, বারাসতে মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু !

বারাসত, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে বারাসতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বুড়িরপুকুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সঙ্গীতা দাশগুপ্ত (৪২)। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বারাসত থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন সঙ্গীতা। এখানে একাই থাকতেন। বাড়ির লোকজন চিকিৎসা করানোর কথা বললেও গুরুত্ব দিতেন না। গত তিনদিন ধরে ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি পরিবারের লোকজন। এরপর বুধবার তাঁর আত্মীয়রা এসে ডাকাডাকি করেন। উত্তর না পাওয়ায় জানালা দিয়ে দেখেন, বিছানায় পড়ে রয়েছেন তিনি। ঘরে টিভি চলছে। পুলিশ দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে।

জঙ্গলে ফিরেছে বাঘ, বন দফতরের দাবি শুনে স্বস্তিতে কুলতলির বাসিন্দারা

কুলতলি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): 'জঙ্গলে ফিরেছে বাঘ', বন দফতরের এই দাবি শুনে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির বাসিন্দারা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) নিশা গোস্বামী জানান, বাঘটি উত্তর বৈকুণ্ঠপুর সংলগ্ন জঙ্গল থেকে মাকড়ি নদী পেরিয়ে আজমলমারি-১১ গভীর জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে।

বুধবার সকালেও বাঘের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিলেন বনকর্মীরা। বাঘ মাকড়ি নদী পেরিয়ে গিয়েছে কি না, সেটাই নিশ্চিত করতে চায় বন দফতর। বাঘ যদি নদী পেরিয়ে যায়, তবে তার পায়ের চিহ্ন পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী ছিলেন অনুসন্ধানকারী দলের সদস্যেরা। অবশেষে সেই ছাপ দেখতে পান তাঁরা।

উল্লেখ্য, গত সোমবার সকালে কুলতলির মৈপিঠের বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তপল্লি ও কিশোরীমোহনপুর এলাকায় জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায়। এরপর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে সেই বাঘ নিজের ডেরায় ফিরে গিয়েছে।

জনগণও চায় দিল্লিতে বিজেপির জয় হোক, আশাবাদী বীজেন্দর গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): আম আদমি পার্টিকে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ দিল্লির বিরোধী দলনেতা তথা রোহিণী বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বীজেন্দর গুপ্তা। তাঁর মতে, জনগণও চায় দিল্লিতে বিজেপির জয় হোক। বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বীজেন্দর গুপ্তা বলেছেন, 'গত ১০ বছরে জাতীয় রাজধানীর অবস্থা যেভাবে খারাপ হয়েছে তা উদ্বেগজনক। বর্ষায় জল জমে যাওয়া ও মৃত্যু এবং শীতকালে ধোঁয়াশা ও দূষণের কারণে মানুষ ঘরের ভিতরে থাকতে বাধ্য হয়। দিল্লির প্রতিটি ঋতু মানুষের জন্য সমস্যা নিয়ে আসে। গরমে জলের সমস্যা হয়।'

বীজেন্দর গুপ্তা আরও বলেছেন, 'জনতা চায় দিল্লিতে বিজেপি জিতুক যাতে উন্নয়ন হয়। রোহিণী বিধানসভার বার্ষিক বাজেট ১০০০ কোটি টাকা হওয়া সত্ত্বেও গত ১০ বছরে একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি। এত কিছুর পরেও, আমরা রোহিণীর জন্য অনেক কাজ করেছি। যতটা না তাদের বিধায়করা তাদের নির্বাচনী এলাকার জন্য কাজ করেছেন।'

ওড়িশায় ১৮-তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন শুরু, অংশ নিচ্ছেন ৭৫টি দেশের ৬ হাজার এনআরআই

ভুবনেশ্বর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ১৮-তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন বুধবার সকালে শুরু হয়েছে। প্রায় ৭৫টি দেশের ৬ হাজারের বেশি প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। ওড়িশা সরকার প্রতিনিধিদের সামনে রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। প্রথম দিন সম্মেলনে অংশ নেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া প্রমুখ।

আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এই অনুষ্ঠানে বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা ভারতের উন্নয়ন এবং ভারতের বৈশ্বিক মর্যাদা গঠনে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদানকে তুলে ধরে।

মুম্বইয়ের সাইন হাসপাতালের কাছে আবাসনে আগুন, দমকলের চেষ্টায় এল আয়ত্তে

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): মুম্বইয়ের সাইন হাসপাতালের কাছে আগুন লাগল একটি বহুতল আবাসনে। যদিও, আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ার আগেই দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে। বুধবার সকালে সাইন হাসপাতালের কাছেই একটি বহুতল আবাসনে আগুন লাগে। ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে থাকে।

খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল অফিসার সি আর পওয়ার বলেছেন, শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল, যা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। হতাহতের বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও খবর নেই। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ঘন কুয়াশায় অদৃশ্য তাজমহল, আগ্রায় শূন্যে নেমে গেল দৃশ্যমানতা

আগ্রা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): অতি ঘন কুয়াশার জেরে তাজনগরী আগ্রায় শূন্যে নেমে গেল দৃশ্যমানতা। দৃশ্যমানতা তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় সকালের দিকে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন গাড়ি চালকরা। অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তাজমহল।

বুধবার আগরতলায় এক রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

PNIT NO: e-PT- XXXVII/ EE/RD/ABS/2024-25 DATED-02/01/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 03:00 P.M. on 16/01/2025 for 03(Three) nos. construction work related to Elementary School at Haduklau Para under R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/ 3176/25

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer R.D. Ambassa Division

NOTICE INVITING E-TENDER

Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala, invites Public Tender for the execution of following work under 02 (two) bid system through e-tendering from bonafide experience, reliable, resourceful & reputed contractor having experience for "installation of medical gas pipeline for oxygen, compressed air and vacuum suction system in Public Sector Undertaking/Government Sector/Autonomous Institutions/ Reputed Private Sector:

LIST OF IMPORTANT DATES IN CONNECTION WITH THE BID FOR THE WORK

Sl. No.	Details	Date & Time
1.	Name of Work	Rate contract for Supply of kitchen items & general items for use in kitchen room of A.G.M.C and G.B.P. Hospital, Agartala.
2.	Period of contract	Valid for 02 (two) years from the date of award of the rate contract. Another 01(one) year extension for Satisfactory performance.
3.	Tender Estimate Value Cost	Rs. 21,34,100/- Approx.
4.	Earnest Money Deposit (EMD)	Rs.64,023/-
5.	Cost of Tender Document	Rs. 2,000/- (Non-refundable)
6.	Date and time of Publishing of Tender	Date...04/01/25.., Time: ...5.pm.........
7.	Document download & uploaded https://tripuratenders.gov.in	Download Start Date..04/01/25.., Time: .5.30pm
		Download End Date..24/01/25.., Time: 5.30pm
8.	Bid Opening Date and Time	Date..27/01/25..., Time: ......11.am......
9.	Place of opening Bids	College Council Room, AGMC & GBP Hospital, Agartala
10.	Bid Validity	180 days from the date of publication of E– tender
11.	Officer Inviting Bids	Medical Superintendent & HoD, AGMC & GBP Hospital, Kunjaban- 799006, Agartala, Tripura (W).
12.	Performance Security	Rs. 1,06,705/-
13.	Completion period for the work	30 days

Note: All the above mentioned time are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in. In case the date of opening happens to be a declared holiday, then tenders shall be opened on the next working day at the same time and at the same venue. The tender document can also be seen at AGMC website www.agmc.nic.in. Any amendment/ corrigendum to this e-tender will be published on the AGMC website www.agmc.nic.in & e-procurement portal website https://tripuratenders.gov.in only and not in print media. Bidders should regularly visit these websites to keep themselves updated.

ICA/C/C/3179/25

Medical Superintendent &
HoD AGMC & GBP Hospital, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 31/EE/SNM/PWD/2024-25, Dt: 07/01/2025.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 15/01/2025 for the following works:

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	130 /R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25.	Rs 1,16,20,728.00	Rs 2,32,415.00	120 Days
2	131 /R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25.	Rs 1,02,57,839.00	Rs 2,05,157.00	120 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/3171/25

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura, Sepahijala, Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ইলিশ - ভাগ্য

শ্রীকুমার দত্ত (গুয়াহাটি)

ভোর রাত থেকেই শুরু হয়েছে ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি। সকালেই এক থালা পান্তা ভাত খেয়ে কাজে যাবার জন্য তৈরি হয়ে রাখাল ঘরের দাওয়ায় এসে মোড়াটাতে বসলো। প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহে পোড়া মাটিতে বর্ষার প্রথম বৃষ্টি পড়ায় চারিদিকে একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। আহঃ মাটি-মায়ের কি সুন্দর গন্ধ ! রাখাল লম্বা শ্বাস টেনে গন্ধটা প্রাণভরে উপভোগ করার চেষ্টা করলো। দাওয়ার অন্য দিকে তার বছর দশেকের মেয়ে প্রতিমা একটা মাদুর পেতে বসে একটা পুরোনো খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতা হাতে নিয়ে তাতে লেখা একটা কবিতা পড়ছিলো- "এপারে গঙ্গা হোক কিংবা ওপারের পদ্মা আনতো বয়ে বর্ষাকালে ইলিশের বার্তা পেটভরা ডিম আর গায়ে রুপোলি চমকানি স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় ইলিশ মাছের মহারানী .." পাশেই বসে তার বছর আটকের ছোট ভাই রতন মন দিয়ে কবিতা শুনছিলো। হঠাৎই মাঝপথে জিজ্ঞাসা করলো -"বাবা, ইলিশ মাছ দেখতে কেমন" ?

রাখাল জবাব দিলো -"খুব সুন্দর, গায়ে রোদ পড়লে রুপোর মতো চকচক করে"। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন -"ইলিশ মাছ খেতে কি খুব স্বাদ"? "হুমম" - রাখালের সংক্ষিপ্ত উত্তর। ইলিশ মাছের স্বাদ তো ও নিজেই ভুলে গেছে। শেষ যে কোন যুগে পাতে পড়েছিল মনে পড়ে না। তোর কি ইলিশ খেতে ইচ্ছে করে? - ছেলেকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলো না রাখাল। আর পাবেই বা কি করে। সবাই তো আর ইলিশ-ভাগ্য নিয়ে জন্মায় না। এই দুর্মূল্যের বাজারে ওদের মতো গরিব যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তাদের ইলিশ মাছের স্বপ্নও দেখতে নেই।গন্ধ শুঁকলেও বোধহয় দাম দিতে হবে। ওসব বড়লোকদের ভোগ্য। হাতের জ্বলন্ত বিড়িটাতে শেষ সুখটান দিয়ে রাখাল উঠে দাঁড়ালো। দেখা যাক,কোনো কাজ পাওয়া যায় কিনা। এক'শ দিনের কাজ বন্ধ। আগের বারের টাকাও হাতে আসে নি। বর্ষা দোরগোড়ায়। ঘরের ছাউনিটাও সারাতে হবে। দিনকয়েক বাদে রাখাল উঠোনে বসে সীমানার বেড়াটা সারাবে বলে বাঁশের কঞ্চি কাটছিলো। তখনি ঘরের পিছনদিকে কি একটা খচর-মচর আওয়াজ শুনতে পেলো। পাশের বাড়ির ছাগলটা আবার ঢুকলো না তো ? চুপি চুপি উঠে গিয়ে যা দেখলো তাতে তো চক্ষু চড়কগাছ। একটা হোৎকা বেড়াল একটা পেল্লাই সাইজের ইলিশ মাছ নিয়ে বসে মাথাটা চিবোচ্ছে। দেখতেই রাখালকে লোভ রিপু দংশন করলো। রতনের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা আধলা ইট সন্তর্পনে তুলে বেড়ালটাকে তাড়াতে ছুড়ে মারলো। পড়বি তো পড় ইট একেবারে বেড়ালটার মাথায়। 'ম্যা-আ-ও-ও-ও' শব্দে বিকট চিৎকার করে বেড়ালটা লেজ তুলে দিলো এক ছুট। তারপর বাঁশ কাটা দাঁ দিয়ে রাখাল বেড়ালে খাওয়া দিকটা কেটে ফেলে দিলো। মাছটা দু'ভাগ করতেই গল-গল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। আহঃ কি তাজা মাছ। নিশ্চই খাঁটি পদ্মার ইলিশ ! একেই বোধহয় বলে "যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি"।

ততক্ষণে বেড়ালটা একটু দূরে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আর ছটফটিয়ে মারা গেলো। কাটা টুকরোটা নিয়ে এসে রান্নাঘরে বৌ পারুলকে দিয়ে বললো -"নাও, আজ জম্পেশ করে রান্না করো তো"। "ওরে বাবা,ইলিশ মাছ কোথায় পেলে"? পারুল জিজ্ঞাসা করলো। "তুমি মাছটা খাও, জেলের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে কি করবে ? ডিমগুলো দিয়ে টক বানাবে আর মাছের সর্ষে দিয়ে ঝোল। তুমি তাড়াতাড়ি রান্নাটা সারো, আমি ততক্ষণে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে স্নানটা করে আসি"। পারুল আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি রান্নার কাজে হাত চালালো। কিছুক্ষণ বাদে রাখাল তার দুই ছেলেমেয়েকে পাশে নিয়ে খেতে বসলো। বাচ্চাগুলো প্রথমবার ইলিশ মাছ পাতে পেয়ে খুব আনন্দে খাচ্ছিলো আর রাখাল দুচোখ ভরে ওদের খাওয়া দেখছিলো। ওদের আনন্দ দেখে রান্নাটা যেন আরও বেশি সুস্বাদু হয়ে উঠেছিল। "মাছটা কে সাধ করে কিনেছিলো" ? "কার ইলিশ খাওয়ার আশায় ছাই পড়লো" ? "সেই বেড়ালটার কি হলো" ? এইসব কথা ভাবার ইচ্ছে বা সময় তখন আর রাখালের নেই।

দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস সমস্যায় ভুগছেন ?

খাবার খাওয়ার পর চোঁয়া ঢেকুর, গলা-বুক জ্বালার মতো শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে? এগুলো গ্যাস-অম্বলের লক্ষণ। অনেকেই বাড়ির খাবার খেয়েও বদহজমের সমস্যায় ভোগেন। তাছাড়া বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার নিয়মিত খেলে গ্যাস- অম্বলের সমস্যা হতেই থাকে। কিন্তু গ্যাস-অম্বল হলেই অ্যান্টাসিড খেয়ে নেওয়া, মোটেই ভাল অভ্যাস নয়। তাই চিকিৎসকেরা বলেন, লাইফস্টাইলে বদল এনে বদহজমের সমস্যাকে দূর করতে। তবে, সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, হলুদ খেলে আপনার বদহজমের সমস্যা দূর হতে পারে। পেটের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে হলে, সেটা মোটেই ভাল নয়। বাজারে গ্যাস-অম্বল নিরাময়ের ওষুধের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সবসময় অ্যান্টাসিডের উপর ভরসা করে থাকাও স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত নয়। যে কারণে বদহজম থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই ঘরোয়া প্রতিকারের সন্ধানে থাকেন। সেখানে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, হলুদ বদহজম থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। হলুদের মধ্যে কারকিউমিন নামের একটি সক্রিয় যৌগ রয়েছে। এই প্রাকৃতিক উপাদান প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া এর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে। ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সি ২০৬ জন রোগীর মধ্যে এই গবেষণা করা রয়েছে। ২০৬ জনের প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন ধরে নানা কারণে পেট খারাপে ভুগছিলেন। একে ফাংশনাল ডিপেপসিয়া বলা হয়। এই রোগীদের থাইল্যান্ডের হাসপাতাল থেকে নিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এই ২০৬ জন রোগীর প্রত্যেককেই ২৮ দিনের ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, পেটের রোগ কমাতে হলুদ দারুণ কার্যকর।

ওষুধের তুলনায় হলুদ কতটা বেশি কার্য্যকর, সেটা যাচাই করার জন্যই এই গবেষণা করা হয়েছিল। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দলের ৬৯ জনকে ছোট ড্যামি ক্যাপসুল সহ দিনে চারবার ২৫০ গ্রাম কারকিউমিন দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় গ্রুপের ৬৮ রোগীকে প্রতিদিন ওমেপ্রাজল অর্থাৎ একটি ছোট ২০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল এবং দিনে চারবার দুটি বড় ডামি ক্যাপসুল দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় দলের ৬৯ রোগীকে হলুদ এবং ওমিপ্রাজলের সংমিশ্রণ দেওয়া হয়। এই গবেষণায় দেখা যায়, ২৮ দিনের মাথায় রোগীদের মধ্যে লক্ষণগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। বিশেষ করে ব্যথা ও শারীরিক অস্বস্তি। যাঁরা ওমিপ্রাজলের সঙ্গে হলুদ গ্রহণ করেছিলেন, ৫৬তম দিনে তাঁদের মধ্যে লক্ষণগুলো জোরাল হয়েছে। আবার অনেক সময় হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে হলুদ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। তাই হলুদ কার্যকর হলেও কতটা উপকারী তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। তবে, এ বিষয়ে আরও গবেষণায় প্রয়োজন রয়েছে।

ক্যান্সারের বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি কী

অনেক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তিরাও দাবি করেছেন, ক্যান্সার উপশমে প্রথাগত চিকিৎসার পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন বা বিকল্প চিকিৎসায় তারা উপকৃত হয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিরাময়ও হয়েছেন।

তবে ক্যান্সারের চিকিৎসা দেয় এমন অনেক দাতব্য সংস্থা (চ্যারিটি) বলছে, কোনো থেরাপি বা বিকল্প উপায়ে ক্যান্সার চিকিৎসার মেডিক্যাল প্রমাণ তাদের কাছে নেই। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, এই বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বা থেরাপিগুলো আসলে কী এবং এগুলোর ব্যবহার কীভাবে বাড়ছে?

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও রাজনীতিবিদ নভজিৎ সিং সিধু গত নভেম্বরে জানান, তার স্ত্রী এখন পুরোপুরি ক্যান্সারমুক্ত। নিত্যদিনের খাবারে লেবুপানি, কাঁচা হলুদ, অ্যাপল সিডার ভিনেগার (সিরকা), নিমপাতা, তুলশি, মিস্টি কুমড়া, ডালিম, আমলকি, বিটরুট ও আখরোটের মতো উপাদান রেখেছিলেন তিনি। সিধুর এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ভারতের দুই শতাধিক ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ এক যৌথ বিবৃতি দেন। এতে তারা দাবি করেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর প্রভাব নিয়ে গবেষণা চলছে, তবে এগুলোর ব্যবহারে সমর্থন করার মতো প্রমাণ তাদের হাতে নেই।

বরং "অপ্রমাণিত" এসব উপাদান বা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে গিয়ে ক্যান্সারের মূল চিকিৎসা বিলম্বিত না করতেও বিশেষজ্ঞরা সবার প্রতি আহ্বান জানান ওই বিবৃতিতে। অস্ট্রেলিয়ান ডেল এলি ম্যাকফারসন গত সেপ্টেম্বরে জানান, সাত বছর আগে তার স্তন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। কেমোথেরাপির পরিবর্তে তিনি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন।

চিকিৎসকরা বলছেন, স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপির পাশাপাশি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে আকুপাংচার (শরীরের বিভিন্ন পয়েন্টে চাপ দিয়ে বা সুঁচ ফুটিয়ে চিকিৎসার পদ্ধতি), যোগ ব্যায়াম, মেডিটেশন (শরীর ও মনে শিথিল করার বিশেষ পদ্ধতি) ব্যবহার করেন অনেকে।

এগুলো ব্যথা দূর করতে এবং রোগীকে ভালো বোধ করতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট বাদ দিয়ে কেবল ডায়েটে বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক উপাদান বা মিনারেল, ভিটামিন যোগ করে নিরাময় লাভের চেষ্টার ব্যাপারে চিকিৎসকরা সতর্কও করে দিয়েছেন। দাতব্য সংস্থাগুলো দাবি করছে, এসব বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো কোনোটা ক্ষতিকর হতে পারে বা মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এমনকি মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টে বিঘ্নও ঘটাতে পারে।

ক্যান্সার বিষয়ক মেডিক্যাল জার্নাল জামা অঙ্কোলজিতে ২০১৮ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দাবি করা হয়, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করার কারণে রোগীদের ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে যাওয়ার হার কমে আসার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এরপরও ক্যান্সার আক্রান্ত অনেকে এসব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করছেন। এসব পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও বাড়ছে।

ক্যান্সার চিকিৎসা সেবাদানকারী ব্যক্তিদের সংস্থা আমেরিকান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি (এএসসিও)-এর এক জরিপে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৪০ শতাংশের ধারণা বিকল্প পদ্ধতির চিকিৎসায় ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব। অনলাইনে "ক্যান্সার-নিরাময়কারী" ডায়েট নির্দেশ করে তৈরি ভিডিওগুলো লাখ লাখ মানুষ দেখছেন এবং অ্যামাজনে এ ধরনের বইগুলো বিক্রি তালিকার শীর্ষে উঠে আসছে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (আগের টুইটার) একটি থ্রেড ব্যাপক হারে শেয়ার করা হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে প্রধানত খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এনেই ক্যান্সার "প্রাকৃতিকভাবে" নিরাময় করা সম্ভব। ৪৮ ঘণ্টায় এই থ্রেডে দুই লাখ লাইক পড়ে।

ক্যান্সারকে "অনাহারে" রাখতে রোগীদের উপবাস বা না খেয়ে থাকার কথা বলা হয় এতে। আরও বলা হয়, নির্দিষ্ট কিছু খাবার খাওয়ার মাধ্যমে "ডিএনএ-কে প্রভাবিত" করে "স্টেম সেলকে শক্তিশালী" করা যায়। ম্যাকমিলান নামে একটি ক্যান্সার চ্যারিটি বলছে, কোনো বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বনের আগে ক্যান্সার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বিকল্প পদ্ধতির জনপ্রিয়তা কেন বাড়ছে? কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই বিকল্প পদ্ধতি বা থেরাপিগুলোকে "অলৌকিক আরোগ্য" বলে প্রচার করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ব্রিটিশ ক্যান্সার সার্জন ডক্টর লিজ ও"রিয়োর্ডান বলছেন, 'ক্যান্সার একটি আতঙ্ক। এর ঝুঁকিসহ অন্যান্য বিষয়ে বলতে হবে আমাদের। রোগীরা আশা চান, আরোগ্যের অঙ্গীকার চান। কিন্তু মূলধারার এক চিকিৎসক সেটা দিতে পারেন না।"

তথাকথিত এসব নিরাময় পদ্ধতিকে ব্যথাহীন বা প্রাকৃতিক-এরকম তকমা দেওয়া হয়, তবে আসলে এগুলো ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে এবং মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টকে বিঘ্নিত বা মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। আরেকটি কারণ হলো, ভালো মানের ক্যান্সার চিকিৎসা বিশ্বের অনেকের কাছেই সহজলভ্য নয় এবং এটি বেশ ব্যয়বহুল।

ডক্টর লিজ ও'রিয়োর্ডান বলছেন, 'টাকা যেখানে একটি ইস্যু সেখানে তুলনামূলক সস্তা পদ্ধতিগুলো খুবই আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। আমার দুশ্চিন্তা হলো, ঝুঁকিপূর্ণ লোকগুলোকে মানুষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে এবং প্রয়োজন নেই এরকম অনেক পণ্যও তাদের কাছে বিক্রি করছে।'

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, আফ্রিকা অঞ্চলে ক্যান্সার ও এর চিকিৎসা নিয়ে সচেতনতার অভাব অনেক বেশি। এছাড়া প্রশিক্ষিত চিকিৎসা সেবাদানকারীর সংকটও রয়েছে। মানুষের চিকিৎসা বিমার হারও কম। ফলে বিকল্প বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর মানুষের নির্ভরতা অনেক বেশি। এরকম চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সঙ্গেও জড়িত। আফ্রিকা, এশিয়া ও ভারতে চিকিৎসার অনেক প্রাচীন পদ্ধতির চল রয়েছে এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার কারণে এগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতাও বেড়েছে। চিনের প্রচলিত কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি ও আয়ুর্বেদ কোনো কোনো রোগের উপশমে কাজ করে বলে প্রমাণ যদিও রয়েছে, তবে ক্যান্সারের চিকিৎসায় এগুলোর সহায়ক ভূমিকার প্রমাণ অপ্রতুল। বিশ্বে বহুল প্রচলিত বিকল্প থেরাপি ও ডায়েট কোনগুলো?

আয়ুর্বেদিক "চিকিৎসা"- আয়ুর্বেদ হলো প্রাচীন ভারতীয় এক চিকিৎসা পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপদানের ব্যবহার করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান টিপে মূলত এই চিকিৎসা দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী দিনে দিনে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ২০২৮ সাল নাগাদ এর বাজার এখনকার তিনগুণ হয়ে যেতে পারে বলে মার্কেট রিসার্চ ফিউচারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুল উৎপাদিত মশলা হলুদকে এমন এক পণ্য বিশ্বাস করা হয়, যার ক্যান্সার নিরাময়ের গুণ আছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক জার্নাল ল্যানসেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোমিওপ্যাথি, বায়োপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি বা হার্বাল পদ্ধতি, ঘরোয়া প্রতিকার, গমের চারা দিয়ে বা জল দিয়ে চিকিৎসা, আকুপাংচারের মতো নানা পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা রয়েছে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাগুলোয়।

এর কোনো কোনোটায় ব্যথা-বেদনা হয়তো লাঘব হয়, কিন্তু ক্যান্সার চিকিৎসায় এসবের ভূমিকা নেই বলে মনে করেন ডক্টর ও"রিয়োর্ডান। ক্যান্সার সংক্রান্ত চ্যারিটি ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে বলছে, হলুদের একটি উপাদান যার নাম কারকিউমিন, এটি ক্যান্সার সেল মেরে ফেলতে পারে, তবে এটি ঘটতে পারে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে। তবে এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। হলুদ বা কারকিউমিন ক্যান্সার প্রতিরোধ বা নিরাময় করতে পারে এর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

চীনে প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যা- ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি জার্নালে একটি গবেষণার রিভিউ আর্টিক্যালে বলা হয়েছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক জায়গায় ক্যান্সার চিকিৎসায় চিনের প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতি (ট্যাডিশনাল চায়নিজ মেডিসিন বা টিসিএম) বেছে নেওয়ার একটা চল বাড়তে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের কমই প্রশ্ন করতে দেখা গেছে। টিসিএম হলো এমন এক বিষয় যেখানে আকুপাংচার, মেসেজ থেরাপি, হার্বাল থেরাপি এবং তাই চি (এক ধরনের মার্শাল আর্ট) এর সবগুলোই ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা থেকেও শত শত রকমের নির্জাস নেওয়া হয়। ডক্টর লিজ ও রিয়োর্ডান বলছেন, চিকিৎসকের পরমর্শে মেডিক্যার ট্রিটমেন্টের সহায়ক হিসেব টিসিএম ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কোনো কোনো হার্বাল উপাদান মূল চিকিৎসাকে বিঘ্নিত করতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে।

ভেষজ উপাদান

ডায়েট পরিবর্তন

কিটো (খাদ্য তালিকায় শর্করা কমিয়ে আমিষ বাড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি), ভেগান (ভেজিটেরিয়ান বা শাকসবজিনির্ভর খাদ্যতালিকা) বা উপবাস কেন্দ্রিক বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস বিশ্বে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ক্যান্সারকে "অনাহারে" রাখতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হচ্ছে। ক্যান্সার গবেষক ডক্টর ডেভিড রবার্ট গ্রিমস বিবিসিকে বলছেন, 'আপনি ক্যান্সারকে অনাহারে রাখতে পারবে না, বরং কেবল নিজের শরীরকে না খাইয়ে রাখতে পারবেন। এই প্রক্রিয়ায় আপনি যদি ওজন হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন তখন ক্যান্সারের প্রভাব আরও মারাত্মক হতে পারে।'

ঝুঁকি বা ক্ষতির কথা চিন্তা না করেই অনেক রোগী এরকম বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাসে ঝুঁকে পড়ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ভারতের পাঞ্জাবের মোহনদাই অসওয়াল হসপিটালের ক্যান্সার চিকিৎসক ডক্টর কানুপ্রিয়া ভাটিয়া ক্যান্সার রোগীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এধরনের প্রচারণায় প্রভাবিত না হতে। তিনি বলেন, 'নিজ উদ্যোগে (ক্যান্সার থেকে মুক্তি পেতে) কোনো কিছু খেতে বা পান করতে শুরু করবেন না যেটা পরে ক্ষতির কারণ হতে পারে।'

বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে পরজীবীর সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই ফেনবেনডাজোল ওষুধটি। অন্যান্যা বিকল্প থেরাপির সঙ্গে এই ওষুধটি সেবন করে ক্যান্সারমুক্ত হয়েছে, এক মার্কিন ব্যবসায়ী এই দাবি করার পর ক্যান্সার চিকিৎসায় এর জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়।

তবে প্রথমে তিনি বলেননি যে তিনি ক্যান্সার চিকিৎসার অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালেও অংশ নিচ্ছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়া এই ওষুধটি এত পরিমাণেই বিক্রি হয় যে মজুত ফুরিয়ে যায়। সেবনকারীদের অনেকে সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের অভিজ্ঞতার জানাতে শুরু করেন, যদিও পরে এক কৌতুকাভিনেতা ও গায়ক দাবি করেন ওষুধটি তার ওপর কার্যকরী ছিলো না, যে কারণে তিনি এটি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে জানিয়েছে, এই ওষুধের কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি এবং এর নিরাপত্তার দিকটও প্রমাণিত নয়। ছবির ক্যাপশান,বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করায় রোগীদের নিরাময়ের সম্ভাবনা মূলত কমে যায়

গ্রাভিওলা গ্রাভিওলা গাছের ফল, পাতা ও ছাল অনেককাল ধরে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে নানা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোনো কোনো সংক্রমণের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিত প্রমাণিতও হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে এবং ইন্টারনেটে এমন তথ্যও ছড়িয়ে পড়ে যে ক্যান্সার আরোগ্যে গ্রাভিওলার ফলের ভূমিকা আছে। এমনকি সোশাল মিডিয়ার কিছু পোস্টে দাবি করা হয়, কেমোথেরাপির চেয়েও এই ফল দশ হাজার গুণ বেশি কার্যকর।

বিভিন্ন ক্যান্সার চ্যারিটি ও ফ্রেঞ্চ ক্যান্সার ইনস্টিটিউট বলছে, ক্যান্সার দূর করার কোনো "মিরাকল ফুড" বা "অলৌকিক খাবার" নেই। চিকিৎসক ও ক্যান্সার দাতব্য সংস্থাগুলো কী বলছে?

এ ধরনের বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিতে মারাত্মক বিপদ লুকিয়ে আছে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন। এসব পদ্ধতি ব্যবহারে মূল চিকিৎসা বিঘ্নিত হওয়ার বা রোগীর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসার বিষয়টি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ডক্টর রিয়োর্ডান বলেন, 'মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি এ ধরনের পদ্ধতি কোনোটির প্রয়োগ ঠিক হতে পারে। সমস্যাটা হয় তখনই যখন শুধু এসব পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। এক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি দুই বা আড়াই গুণ বেড়ে যায়।' ডক্টর গ্রিমস বলেন, শক্তিশালী গবেষণা ওপর ভিত্তি করে ক্যান্সার চিকিৎসা চলে। 'বিকল্প পদ্ধতিগুলোর কারণে নয়, বরং বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই বিশ্বজুড়ে ক্যান্সার থেকে মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং তাদের বেঁচে যাওয়ার হার বাড়ছে', যোগ করেন তিনি। ভারতের ম্যাক্স ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর হারিত চতুর্বেদি বলেন, 'ক্যান্সার এমন কোনো রোগ নয় যেটা কোনো জাদুকরি ফর্মুলায় দূর হয়ে যাবে।' বরং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রতিটি রোগীর জন্য তাদের ক্যান্সারের ধরন, জিনগত বিশেষ পরিবর্তন, যে অঙ্গ থেকে ক্যান্সার ছড়িয়েছে সেটাসহ নানা বিষয় অনুসন্ধান করে বিশেষ চিকিৎসা পরিকল্পনা দেওয়া হয়। অসুস্থতায় একটু আরাম পাওয়া যাবে এরকম কোনো সহায়ক পদ্ধতি রোগীরা নিতে চাইলে চিকিৎসকরা সাধারণত তাদের সমর্থন দেন। কিন্তু তারা কখনই শুধু এসব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করার কথা বলেন না।

যে দ্বীপের মানুষেরা একশো বছর পর্যন্ত বাঁচে

ইকারিয়া বিশ্বের পাঁচ 'ব্লু জোন' এর একটি। 'ব্লু জোন' বলতে সেসব অঞ্চল বোঝায় যেখানকার মানুষদের মধ্যে শতবর্ষী হওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এজিয়ান সাগরের পূর্ব অংশের গ্রীকের ছোট দ্বীপটির স্থায়ী বাসিন্দা আট হাজারের কিছু বেশি। এখানে অন্যান্য অনেক জায়গার তুলনায় ক্রনিক ডিজিজ বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের হার কম। পৃথিবীর যে ক'টি স্থানের বাসিন্দারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন গড় আয়ুর বিচারে এখানকার জনগোষ্ঠী তার অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে, এক তৃতীয়াংশ ইকারিয়ান ৯০ বছরের বেশি বেঁচে থাকেন। দৃঢ় সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, নিয়মিত শরীর চর্চা এবং প্রয়োজন মাফিক ঘুম ইত্যাদি এই দ্বীপের বাসিন্দাদের শতবর্ষী হওয়ার কারণ বলে মনে করা হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো, তাদের খাদ্যাভ্যাস। অর্থাৎ, তারা কী ধরনের খাবার গ্রহণ করে। মেডিটারেনিয়ান ডায়েট বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যকর হিসেবে সুপরিচিত। এই ডায়েটের সাথে মিল আছে ইকারিয়া ডায়েটের। এতেও স্বাস্থ্যকর চর্বি, প্রচুর আঁশ বা ফাইবার এবং পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই খাদ্যাভ্যাস ব্যাপকভাবে উদ্ভিজ্জ নির্ভর। বাদাম, আলু, লেবু, শাকসবজি, শস্য এবং বীজে আধিক্য থাকে সেখানে। ফ্যাট বা চর্বির প্রধান উৎস হিসেবে থাকে জলপাই তেল। দই, পনির, মাছ, পোল্ট্রি এবং রেড ওয়াইন পরিমিত খাওয়া হয়। লাল মাংস খাওয়া হয় খুবই সীমিত পরিমাণে, মাসে কয়েকবার। দেখা গেছে, এমন নিয়ম মেনে খাবার নির্বাচনে অনেক রোগের ঝুঁকি কমে যায়। হ্রাস পায় হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল, স্থূলতা এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগের নেপথ্য কারণগুলো। ডায়ান কোচিলাস নামে একজন গ্রিক-আমেরিকান শেফ সম্প্রতি একটি রান্নার বই লিখেছেন। নাম - দ্য ইকারিয়া ওয়ে। শেফ ডায়ান কোচিলাস তার এই নতুন বইয়ে দ্বীপটির বাসিন্দাদের খাবারের আলোকে একটি 'প্ল্যান' দিয়েছেন। যারা নিজেদের পাতে মেডিটারেনিয়ান ঘরানা নিয়ে আসতে চান তাদের জন্য এই পরামর্শ। বইটি দু'টি প্রশ্নে আলোকপাত করে: কীভাবে 'মনকে কষ্ট না দিয়েও' শরীরকে ভাল রাখা যায় এবং রান্নাটা কীভাবে করতে হবে। প্রশ্নগুলোর উত্তর তিনি খুঁজেছেন প্রশান্তি ও স্বস্তিদায়িনী দ্বীপটির সরল ও মৃদুগতির জীবনের অনুপ্রেরণায়। যেখানে মানুষে মানুষে বন্ধন গড়ে ওঠে খাবার টেবিলকে ঘিরে। নানান রকম খাবারের কথা বলা হয়েছে বইয়ে।

এতে দই, শসা এবং আখরোট স্যুপের মতো হালকা খাবার, স্ন্যাকস, বড় বা মাঝারি লোকসমাগমের ডিনারের রেসিপি যেমন মিলবে তেমনি পাওয়া যাবে পনিরে ভাজা পিচ এবং আরগুলা সালাদ; রেড ওয়াইনে ভাজা মশলাদার মটরশুটি; পেস্তা-কিসমিসের পোলাওয়ের মত পদ।

'লোকে যে পরিমাণ চাপ নেয়, এটা আমাকে রীতিমত অবাক করে,' বলছিলেন ডায়ান কোচিলাস। 'আমেরিকাতে খুব দেখা যায়, স্ট্রেস নিয়ে লোকে নিজের ক্ষতি করে। বেশিরভাগ সময় আমাদের মাথার ভেতরেই কেবল এর অস্তিত্ব থাকে, চিন্তার ধরণের কারণে যা তীব্র হয়। ' তার বইয়ের লক্ষ্য, মানুষ যেন নিজের যত্ন সম্পর্কে আরও সচেতন হয়। কোচিলাস দেখাতে চান 'খাবারও একটা ভালোবাসার নাম।'

কোচিলাসদের আদি নিবাস ইকারিয়াতেই। এখনো বছরের অর্ধেক সময় এখানে কাটে তার। রান্নার বই লেখার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম পিবিএস-এ 'মাই গ্রিক টেবিল' নামে রান্নার অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। ইকারিয়াতে একটি রান্নার স্কুলও চালান কোচিলাস। একশোটি প্ল্যান্ট-বেইজড বা উদ্ভিজ্জ উপাদানের রেসিপি নতুন রান্নারবইয়ে অন্তর্ভূক্ত করেছেন তিনি। রান্নার ক্লাস করাতে গিয়ে বইয়ে এগুলোঢোকানোর কথা তার মাথায় আসে। তনি লিখেছেন, 'মন্টানা থেকে দু'জন অতিথি এসেছিলেন। ক্লাসের রান্নাঘরের কাউন্টারে বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা। বলেছিল, তারা শুধু বাড়িতে দিনে তিনবার মাংস খায় তাই নয়, কখনো কল্পনাও করেনি যে, কেবল উদ্ভিদ-ভিত্তিক উপাদান দিয়েও এত রান্না করা যায়। সপ্তাহজুড়ে যা করি সেসব এমনই প্রাণবন্ত, তৃপ্তিদায়ক এবং বৈচিত্র্যময়। ইকারিয়ার নিরামিষ খাবারগুলোতে স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ এবং মনের সন্তুষ্টি যেমন আসে, বাস্তবতার বিচারেও এগুলো তৈরি করা সুবিধাজনক। গ্রিসের অন্যান্য অংশের মতো এই দ্বীপেও কিছু মানুষ এখনও গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের দিনপঞ্জি অনুযায়ী উপবাস ব্রত পালন করে থাকে। তাই, বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় যেমন লেন্ট(ইস্টারের আগের ৪০ দিনের উপবাস) এর সময় মাংস খায় না। কোচিলাসের রান্নার বইয়ে যেসব উপাদানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো ইকারিয়াতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে দই, বাদাম, মধু, সামুদ্রিক লবণ, জলপাই তেল, বাদাম, টাটকা ভেষজ উপাদান, নানাবিধ শস্য, রসুন এবং বিভিন্ন ধরনের লেবু। বিশ্বের যেকোন প্রান্তের সুপারমার্কেটেই এগুলোর কাছাকাছি পণ্য পাওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেন মিজ কোচিলাস।

দ্য ইকারিয়া ওয়েতে শিমজাতীয় খাদ্যের জয়জয়কার। যত পদের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে, এগুলোকে কোচিলাস বিশেষ স্থান দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে দুয়েকটির কথা বলা যায় — মটরশুটি, তাহিনি(এক ধরনের তিল বাটা) এবং দই; ফাভা বিন(বিশেষ জাতের শিমের বিচি) স্টু; মরিচ দিয়ে কিডনি বিন; হলুদ, মৌরি এবং লেটুসসহ ক্যারামেলাইজড জাম্বো বিন। কোচিলাস জানান, 'শিম বা মটরশুটি কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদযন্ত্রকে রাখে। কারণ এগুলো দ্রবণীয় ফাইবার সমৃদ্ধ, যা কোলেস্টেরলের কণিকার সাথে মিশে সেগুলোকে শরীর থেকে সরিয়ে নেয়।' তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে"ইট বিনসঅ্যান্ড লিভ লংগার"(শিম/মটরশুটি বিচি খাও, দীর্ঘায়ু হও) ব্লু জোনের মত খাদ্যাভ্যাসের প্রবক্তাদের জন্য একটি মন্ত্র হয়ে উঠেছে। কথাটি মূলত ড্যান বুয়েটনারের। তিনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একজন কর্মী এবং দীর্ঘায়ু বিশেষজ্ঞ। তার দাবি, 'প্রতিদিন এক কাপ পরিমাণ 'বিন' একজন ব্যক্তির আয়ু চার বছর বাড়িয়ে দিতে পারে।' কেউ চাইলে 'যেকোন জায়গায়ই ভাল বিন পাবেন,' উল্লেখ করেছেন কোচিলাস। এটি স্যুপ, সালাদ বা প্রধান খাবারে বহুমুখী ব্যবহার করা যায় বলে বইটিতে এর তেমন বিভিন্ন রেসিপিও দিয়েছেন তিনি।

বেগুন, টমেটো, 'ফেটা পনির'(ভেড়া বা ছাগলের দুধ থেকে তৈরি গ্রিক পনির) দিয়ে হোয়াইট বিন স্টু রেসিপি সম্পর্কে কোচিলাস লিখেছেন 'এই সাধারণ খাবারটি শাকসবজির সাথে 'বিন' এবং ডাল দিয়ে করা অনেক গ্রিক রান্নার একটি।' বাড়িতে কেউ করতে চাইলে রেসিপিটির জন্য টিনজাত বিন ব্যবহার করতে পারেন। একটি পুষ্টিকর এবং সুষম খাবার পেয়ে যাবেন তারা।

দ্য ইকারিয়া ওয়েতে ডায়ান কোচিলাস বিভিন্ন গ্রিক আদবকেতার কথাও বলেছেন। তেমনই একটি 'কালি অরেক্সি'। খাওয়ার সময় পরস্পরকে এটি বলার রেয়াজ প্রচলিত গ্রিক সমাজে। যার মানে "(খাবার) উপভোগ করুন!" কেউ যখন 'ইকারিয়া ওয়েতে' কোনো রেসিপি অনুসরণ করে খাবার বানাবেন, ওই বাক্যটিও হয়তো তাদের সম্ভাষণে ঠাঁই করে নেবে।

বুধবার আগরতলায় ক্যামিস্ট এন্ড ড্রাগিস্টের উদ্যোগে একদিবসীয় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

খুচরো ব্যবসায় নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে "এমপাও-হার বিজ'-এর সূচনা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : নীতি আয়োগের মহিলা উদ্যোক্তা মঞ্চ (ডব্লিউ.ই.পি.) তার অ্যাওয়ার্ড টু রিওয়ার্ড (এটিআর) কর্মসূচির অধীনে ভারতের বৃহত্তম ২৪৯৭ সুবিধাজনক খুচরা ব্যবসা শৃঙ্খল 'নিউ শপে'র সহযোগিতায় "এমপাও-হার বিজ" 'সপনো কি উড়ান' চালু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, সংগঠিত খুচরো ব্যবসা ক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সহায়-সম্পদের সহায়তা যুগিয়ে মহিলা উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করা।'এমপাও-হার বিজ'-উদ্যোগের এর আওতায় থাকবে নারীদের জন্য মেন্টরশিপ এবং প্রশিক্ষণ, যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে রিটেইল ম্যানেজমেন্ট, ডিজিটাল টুলস, আর্থিক সাক্ষরতা এবং ব্যবসা উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা। 'নিউ শপে'র সঙ্গে এই সহযোগিতার মাধ্যমে, ডব্লিউ.ই.পি.'র লক্ষ্য হল একটি শক্তিশালী খুচরো ব্যবসার বাস্তুতন্ত্র তৈরি করা, যা নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করবে এবং এই খাতে সুস্থায়ী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।
এই উদ্যোগের অধীনে, ১৮-৩৫ বছর বয়সী ৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে শীর্ষ ২০ জন পাবেন নতুন শপ ফ্র্যাঞ্চাইজির ফি-তে ১০০ শতাংশ ছাড়, যা তাদেরকে খুচরো ব্যবসা পরিচালনা করা এবং মালিকানা লাভের জন্য বাধাগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে। দিল্লি রাজধানী অঞ্চল, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটের মহিলাদের জন্য এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
২০১৮ সালে নীতিআয়োগের একটি সামগ্রিক মঞ্চ হিসেবে 'ডব্লিউ.ই.পি.' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ২০২২ সালে একটি সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। ডব্লিউ.ই.পি.'র লক্ষ্য হলো উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের ক্ষমতায়ন করা, বিশেষ করে তথ্যের অসমতা কাটিয়ে উঠে মহিলা উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অর্থায়নে প্রবেশাধিকার, বাজার সংযোগ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা, পরামর্শ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সম্মতি ও আইনি সহায়তা এবং ব্যবসায়িক উন্নয়ন পরিষেবা প্রদান করা। ৩০টিরও বেশি সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারদের সঙ্গে 'ডব্লিউ.ই.পি.' একসঙ্গে কাজ করছে, যাতে উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের উপকারর জন্য স্কেলযোগ্য এবং প্রভাবশালী কর্মসূচি তৈরি করা যায়। ৩০টিরও বেশি সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারদের সাথে ২০২৩ সাল থেকে, ডব্লিউ.ই.পি.'র অধীনে 'অ্যাওয়ার্ড টু রিওয়ার্ড' উদ্যোগটি সংশ্লিষ্টদের জন্য একটি প্লাগ-এন্ড-প্লে ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করছে, যার মাধ্যমে তারা প্রভাবশালী প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারবে।
অন্যদিকে 'নিউ শপ' বর্তমানে পরিচালনা করছে ২০০টিরও বেশি ২৪/৭ সুবিধাজনক খুচরা দোকানের একটি নেটওয়ার্ক, যেগুলো উচ্চ ঘনত্বের আবাসিক এলাকা, মহাসড়ক এবং পেট্রোল পাম্পে অবস্থিত এবং ভবিষ্যতে এগুলোকে বিমানবন্দর ও রেলস্টেশনের মতো গণপরিবহন কেন্দ্রগুলোতেও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। 'নিউ শপ' বর্তমানে ১৮টি রাজ্যের ৩৫টি শহরে রয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ১০,০০০-এরও বেশি উদ্যোক্তাকে ক্ষমতায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তা ফ্র্যাঞ্চাইজিং মডেলের মাধ্যমে দেশব্যাপী তার উপস্থিতি আরও বাড়িয়ে চলেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসামের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী করতে একাধিক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা আজ আসামের লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আঞ্চলিক মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (এলজিবিআরআইএমএইচ), মঙ্গলদই জেলা সিভিল হাসপাতাল এবং এইমস গুয়াহাটি সহ আসামের প্রধান প্রধান স্বাস্থ্য সুবিধা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন নতুন কর্মসূচির সূচনা করেন । এই অঞ্চলের মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে চালু স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পগুলি নিয়েও পর্যালোচনা করেছেন তিনি।
তেজপুরে এলজিবিআরআইএমএইচ পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইনস্টিটিউটের নতুন লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স সেন্টারের উদ্বোধন করেন। ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন কর্মকান্ড দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে শ্রী নাড্ডা উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং সামগ্রিকভাবে দেশবাসীদেরকে উত্তম স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য আরও সুপার স্পেশালিটি বিভাগ চালু করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।
শ্রী নাড্ডা এলজিবিআরআইএমএইচ-এ বোর্ড অফ গভর্নরসের একটি বৈঠকেও যোগ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী অশোক সিঙ্ঘল।
শ্রী নাড্ডা দারাং জেলার মঙ্গলদই জেলা সিভিল হাসপাতালটিও পরিদর্শন করেন, সেখানে তিনি ৫০ শয্যাবিশিষ্ট অত্যাধুনিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকের (সিসিবি) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।পিএম এবিএইচআইএম-এর অধীনে ২৩.৭৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় নির্মিত সিসিবি আসামের জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে।
শ্রী নাড্ডা দারাং সফরকালে ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন এবং টাটা ট্রাস্টের অধীনে একটি ক্যান্সার কেয়ার প্রকল্পও পরিদর্শন করেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আগে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য মানুষকে দেশের বাইরে যেতে হতো, কিন্তু এখন দারাংয়ের মানুষ ঘরে বসেই চিকিৎসা নিতে পারছেন।
আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী অশোক সিঙ্ঘল; আসামের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কেশব মহন্ত; আসামের বিদ্যুৎ, দক্ষতা বিকাশ এবং চিকিৎসা শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত ফুকন এবং সাংসদ শ্রী দিলীপ শইকিয়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সফরকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।
শ্রী নাড্ডা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে সঙ্গে নিয়ে এদিন এইমস গুয়াহাটি পরিদর্শন করেন এবং এর কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এই পরিদর্শন কালে শ্রী নাড্ডা এইমস হাসপাতাল ক্যাম্পাসে একটি বৃক্ষ চারা রোপণ করেন এবং এখানে যে সমস্ত উন্নয়ন কাজকর্ম চলছে তার খোঁজখবর নেন। এইমস গুয়াহাটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডঃ অশোক পুরাণিক সহ ইনস্টিটিউটের বরিষ্ঠ সদস্যরা এই পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য পরিষেবার ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ অতুল গোয়েল; কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী জয়দীপ কুমার মিশ্র, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রীমতী এল এস চ্যাংসান এবং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উর্ধতন আধিকারিকরা।

সাফল্য পুলিশের, গ্রেফতার আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের দুই দালাল

রানাঘাট, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ফের সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হল আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের দুই দালালকে। মঙ্গলবার রাতে ধানতলা থানার বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার করা হয় ইনামুল মণ্ডল এবং দীপঙ্কর বিশ্বাস নামে দুই যুবককে। দীপঙ্করের বাড়ি বরণবেড়িয়া এলাকার এবং ইনামুল শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেআইনি অনুপ্রবেশে সহায়তা করত বলে অভিযোগ। তাছাড়া মোটা টাকার বিনিময়ে চলত বেআইনি পথে মানবপাচারের কারবার। বুধবার ধৃতদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে হাজির করানো হবে।

মানুষের মন জয় করেছে সেবাশ্রয়, ৬ দিনে চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন ৮১ হাজার মানুষ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): স্বাস্থ্য পরিষেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র। এটি মডেল কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগে গত ২ জানুয়ারি থেকে ডায়মন্ড হারবারে শুরু হয়েছে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি। বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ প্রদান এবং গুরুতর অসুস্থদের হাসপাতালে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। জানা গিয়েছে, ছ'দিনে ইতিমধ্যেই ৮১ হাজার মানুষের কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

শীশ মহল বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে এএপি নেতারা, রুখে দিল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): শীশ মহল নিয়ে মুখ খুলেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এই শীশ মহল বিতর্কে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং। মঙ্গলবার সঞ্জয় সিং বিজেপির "শীশ মহল" অভিযোগ এবং এই প্রসঙ্গে বিতর্কের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যাওয়ার জন্য বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানান। আর বুধবার এএপি নেতা সঞ্জয় সিং ও সৌরভ ভরদ্বাজ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে পৌঁছন।
তাঁরা দু"জনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্ণা দেন। যদিও, পুলিশ তাঁদের রুখে দেয়। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, 'বিজেপি প্রতিদিন নতুন ভিডিও এবং ছবি পাঠায়। আমরা সমস্ত মিডিয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে এখানে এসেছি। এখন, বিজেপি পালিয়ে যাচ্ছে। তিন স্তরের ব্যারিকেডিং করা হয়েছে। তারা জলকামানও রেখেছে এবং এখানে অতিরিক্ত ডিসিপি মোতায়েন করেছে যাতে মিডিয়া ভিতরে যেতে না পারে। আমাদের দেখান কোথায় সুইমিং পুল এবং বার। বিজেপি বলেছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ৩৩ কোটি টাকায় নির্মিত হয়েছিল। এটাও বলা হচ্ছে যে, ২৭০০ কোটি টাকায় পিএম হাউস তৈরি হচ্ছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি দুটোই দেখব। জনসাধারণকে উভয়ই দেখতে দিন।'

নর্থ ব্লকে নির্মলার সঙ্গে সাক্ষাৎ শিবরাজের, বাজেট নিয়ে জমা দিলেন সুপরামর্শ

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার দিল্লির নর্থ ব্লকে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। নর্থ ব্লকে নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দেখা করে বাজেট সংক্রান্ত সুপরামর্শ জমা দিয়েছেন শিবরাজ।
পরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'কৃষি মন্ত্রক, গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক, আইসিএআর এবং ভূমি সম্পদ আসন্ন বাজেট নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠক হয়েছে। কৃষক, প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত এবং অন্যান্য সকল অংশীদারদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। বাজেট থেকে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন এবং গবেষণার প্রত্যাশা ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি এবং এই বিভাগগুলির জন্য আমাদের পরামর্শগুলি পেশ করেছি।'

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হল ভিনিসিউসকে, বিতর্ক স্পেনে

বার্সিলোনা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): গত শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) লা লিগার ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলে জয় পায় রিয়াল মাদ্রিদ। সেই ম্যাচে লাল কার্ড দেখেন রিয়ালের ভিনিসিউস জুনিয়র। এর পাশাপাশি রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন(আর এফইএফ) ভিনিসিউসকে পরের দুই ম্যাচ ও নিষিদ্ধ করেছে। যার ফলে রিয়ালের হয়ে লাস পালমাস ও রিয়াল ভায়োদোলিদের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না ভিনিসিউস।
তবে অন্য প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য ভিনিকে পাচ্ছে রিয়াল। বৃহস্পতিবার রাতে রিয়াদে স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে মায়োর্কার মুখোমুখি হবে রিয়াল। সেই ম্যাচে তার খেলতে অসুবিধা হবে না।
আরএফইএফ ডিসিপ্লিনারি কোডের ১০৩ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ চার ম্যাচও নিষিদ্ধ হতে পারত ভিনিসিউস। সে হিসাবে কম মাত্রার শাস্তিই পেলেন ভিনি।
ভিনি দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হওয়ার পর অন্য বিতর্কও উঠেছে স্পেনে। দেশটির সংবাদমাধ্যম গুলোর দাবি, ভিনির ক্ষেত্রে আরএফইএফের এক আইন, অন্যদের ক্ষেত্রে অন্য রকম আইন কেন?

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকসের হ্যামস্ট্রিং অপারেশন হয়েছে

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস জানান, তাঁর প্রাপ্ত চোট হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। ৩৩ বছর বয়সী অলরাউন্ডার হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের সময় তাঁর বাম হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে যায় - ইংল্যান্ডের হয়ে ২০২৪ সালের এটাই ছিল তাঁর শেষ খেলা। ফলে স্টোকসের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন ৩ মাসের বিশ্রামের।
মঙ্গলবার, স্টোকস তাঁর সমাজ মাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেন। তিনি ছবির ক্যাপশন বলেন, কিছুক্ষণের জন্য বায়োনিক ম্যান। ভারতের সাথে ৫ ম্যাচের সিরিজ সহ একটি ব্যস্ত হোম সিরিজের আগে স্টোকসের সম্পূর্ণ ফিটনেস ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১৬-ডিগ্রির ঘরে কলকাতার তাপমাত্রা, কনকনে ঠান্ডা উধাও

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য আটকে গিয়েছে উত্তুরে হাওয়া, আর তাই বুধবারও কলকাতায় স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বেই তাপমাত্রা। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। শীতের আমেজ থাকলেও, কনকনে ঠান্ডা আপাতত উধাও দক্ষিণবঙ্গে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে তার পর থেকে তিন দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি কমতে পারে। আগামী ১০ জানুয়ারি নতুন করে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন পারদ ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে।

তিব্বতে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ৬ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি, মৃত্যু বেড়ে ১২৬

তিব্বত, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): তিব্বতে মঙ্গলবারের ভূমিকম্পে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। তিব্বতের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২৬। আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ১৮৮ জনকে। চিন অধিকৃত ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে মঙ্গলবার সকালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬ হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি।

বৃহস্পতিবার অ্যাথলিট হিমা দাসের জন্মদিন

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : হিমা দাস একজন কৃতী ভারতীয় অ্যাথলিট। হিমা ভারতের প্রথম অ্যাটলিট যিনি যে কোনও পর্যায়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ট্র্যাক ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। ২০০০ সালের ৯ জানুয়ারি আসামের ধিং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হিমা। কৃষক পরিবারের মেয়ে হিমা। পিতা রঞ্জিত দাস একজন কৃষক। তিনি ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা ভালবাসতেন। তবে প্রথমে ফুটবল দিয়ে শুরু করেন।
২০১৮ সালের অনূর্ধ কুড়ি জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফিনল্যান্ডের টেম্পারে মহিলাদের ৪০০ মিটার স্বর্ণপদক জিততে সময় নিয়েছেন ৫১.৪৬ সেকেন্ড। ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ৪০০ মিটারে রৌপ্য পদক এবং মহিলাদের ৪অ৪০০ মিটার মিশ্র রিলেতে স্বর্ণপদক জিতেছেন।
এক স্থানীয় কোচ পরামর্শ দেন অ্যাথলেটিকসে আসার জন্য। সেই শুরু আর পিছনে তাকাতে হয়নি হিমাকে। এরপরই হিমা এক আন্ত—জেলা প্রতিযোগিতায় ১০০ ও ২০০ মিটারের স্বর্ণপদক জিতে নেন। সেখানে তাঁকে যুব কল্যাণ অধিদপ্তরের অ্যাথলেটিক্সের কোচ নিপন দাস দেখতে পান। তিনি হিমার পিতাকে বোঝান যে হিমার অ্যাথলেটিকসে ভবিষ্যৎ আছে এবং তিনি হিমাকে তাঁর গ্রাম থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে গুয়াহাটিতে স্থানান্তর করার করার কথা বলেন, যাতে হিমা অ্যাথলেটিকসে উন্নতি করতে পারে। কোচের কথায় হিমার বাবা রাজি হয়ে যান।
সারুজাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সের কাছাকাছি একটি ভাড়ার বাসস্থানে হিমার থাকার ব্যবস্থা করে দেন তাঁর কোচ নিপন দাস এবং তিনি অবশেষে রাষ্ট্র অ্যাকাডেমিতে হিমাকে ভর্তি নেওয়ার জন্য আরজি জানান। যেহেতু অ্যাকাডেমিতে শুধু বক্সিং এবং ফুটবল শেখানো হতো, অ্যাটলিটদের জন্য কোনও পৃথক উইং ছিল না। কিন্তু কর্মকর্তারা হিমার পারফরমেন্স দেখার পর তাঁকে ভর্তি নেন। কোচ নিপন দাস এর সহযোগিতায় এবং নিজের চেষ্টার ফলে আজ ভারতের কৃতী অ্যাথলিট হতে পেরেছেন হিমা।

খে খো বিশ্বকাপ ২০২৫: দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু

নয়াদিল্লি , ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ১৩ থেকে ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে প্রথম খো খো বিশ্বকাপ। ভারতীয় সময় রাত ৮.৩০ টায় পুরুষদের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে। ভারতের লিগ পর্ব শেষ হবে ১৬ জানুয়ারি, তারপরে ১৭ জানুয়ারি প্লে অফ শুরু হবে। পুরুষদের ফাইনাল ১৯ জানুয়ারি ভারতীয় সময় রাত ৮.১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।
মহিলাদের উদ্বোধনী ম্যাচে ১৪ জানুয়ারি সকাল ১১.৪৫ টায়, ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে। ভারতীয় দলের জন্য টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচটি হবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ১৪ জানুয়ারি, সন্ধ্যা ৭টায়। ১৭ জানুয়ারি প্লে অফের পথ প্রশস্ত করে গ্রুপ পর্ব ১৬ জানুয়ারিতে শেষ হবে। মহিলাদের ফাইনাল ম্যাচটি ১৯জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় হবে।
পুরুষদের প্রতিযোগিতায় ২০টি দলকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।
গ্রুপ এ : ভারত, নেপাল, পেরু, ব্রাজিল, ভুটান।
গ্রুপ বি : দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যান্ডস, ইরান।
গ্রুপ সি : বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড।
গ্রুপ ডি : ইংল্যান্ড, জার্মানি, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া।
মহিলাদের প্রতিযোগিতাটি ১৯টি দলকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।
গ্রুপ এ : ভারত, ইরান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া
গ্রুপ বি : ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, নেদারল্যান্ডস
গ্রুপ সি : নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, জার্মানি, বাংলাদেশ
গ্রুপ ডি : নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পোল্যান্ড, পেরু, ইন্দোনেশিয়া।

কারাবো কাপ: ঘরের মাঠে হারল আর্সেনাল, ফাইনালে এক পা নিউক্যাসলের

এমিরেটস, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালকে ২-০ গোলে হারাল নিউক্যাসল। কারাবো কাপের সেমিফাইনালে শক্তিশালী আর্সেনালকে প্রথম লেগে হারিয়ে ফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল নিউক্যাসল ইউনাইটেড। দলের হয়ে জয় সূচক গোল দুটি করেছেন আলেক্সান্দার ইসাক ও অ্যান্থোনি গর্ডন।
ঘরের মাঠে বল দখলের আধিপত্য ছিল আর্সেনালেরই। ৭০ শতাংশ সময় তাদের পায়ে বল ছিল। তবে ২৩ শটের বেশিরভাগই ছিল লক্ষ্যের বাইরে। লক্ষ্যের মধ্যে ছিল মাত্র ৩টি শট। অন্যদিকে ৭ শটের ৪টি গোলমুখে রেখেই জয় পেল নিউক্যাসল। নিউ ক্যাসেলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন ইসাক। বক্সে জ্যাকব মার্ফির পাস থেকে বল পেয়ে কোনা-কুনি শটে জাল খুঁজে নেন এই সুইডিশ ফরোয়ার্ড। বিরতির পর ৫১ মিনিটে দলের লিড দ্বিগুণ করেন গর্ডন। আর্সেনাল একের পর এক চেষ্টা চালিয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে ঘরের মাঠে হার দিয়েই প্রথম লেগ শেষ করতে হয় আর্সেনালকে।দ্বিতীয় লেগে প্রতিপক্ষের মাঠে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি খেলবে আর্সেনাল। কারাবো কাপের ফাইনালে যাওয়ার পথে নিউক্যাসল আপাতত এক পা দিয়েই রাখলো।

ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের অটোয় ধাক্কা ট্রাকের, ৩ শিশু-সহ চালকের মৃত্যু

রামগড়, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলার মঠবাতাঁর গ্রামে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বুধবার সকালে স্কুল পড়ুয়া বোঝাই একটি অটোর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় একটি ট্রাকের। ঘটনাস্থলেই অটোতে থাকা ৩ শিশু স্কুলছাত্র ও চালকের মৃত্যু হয়।
জানা গেছে, এই দুর্ঘটনায় অটোয় থাকা স্কুলের অন্যান্য শিশু পড়ুয়ারাও আহত হয়েছে। তাদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন তারা। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহত শিশুদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পড়ুয়াদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বুধবার আগরতলায় কর্পোরেটর রত্না দত্তের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বিলোনিয়া সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের স্যাটেলাইট-অপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থেরাপি সেন্টারের উদ্বোধন হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৮ জানুয়ারি:বিলোনিয়া সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের স্যাটেলাইট-অপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থেরাপি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা হয় আজ। এই সেন্টার উদ্বোধন করেন বিলোনিয়া মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট অতিথিগন যারা তাদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে এই উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত নিখিল চন্দ্র গোপ বলেন, এই সেন্টারের উদ্বোধন শুধুমাত্র বিলোনিয়া নয়, পুরো দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আশা করা যাচ্ছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে অনেক মানুষ তাদের নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিগন স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

৮১.৫৪ শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

মোহনপুর ব্লক ১০০ শতাংশ নলবাহিত পানীয়জলের সংযোগের আওতায় এসেছে। রাজ্যের বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নলবাহিত পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার বর্তমান অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাজ্যে নল জল মিত্র কর্মসূচিতে ১৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পরিসুত পানীয়জল সরবরাহে রাজ্যে এনএবিএল স্বীকৃত ২১টি ওয়াটার টেস্টিং ল্যাবরেটরি রয়েছে। সভায় এছাড়াও পানীয়জল সরবরাহে ইনোভেটিভ প্রকল্প নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় ।সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের জেনারেল ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার স্বপন দেববর্মা, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের ৪টি সার্কেলের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারগণ, ট্রেডার প্রতিনিধি, ওয়াটার কোয়ালিটি বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন অধ্যাপক অরুণাভ মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সার্পা বর্মণ (৪৬), (৪) অসমের দরং জেলার অন্তর্গত দলগাঁও থানাধীন বগরিবাড়ির বাসিন্দা হাসেন আলির ছেলে মুস্তাফা শেখ (৪৪), (৫) অসমের কোকরাঝাড় জেলান্তর্গত ফকিরাগ্রাম থানাধীন মাজেরগাঁওয়ের বাসিন্দা জনৈক ললিত রাইয়ের ছেলে খুশিমোহন রাই (৫৭), (৬) পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলান্তর্গত রাইচেঙ্গার জনৈক কৃষ্ণপদ সরকারের ছেলে সঞ্জিত সরকার (৩৫), (৭) অসমের ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসো (দুর্ঘটনাস্থল) থানাধীন আসাম কোল কোয়ারি এলাকার বাসিন্দা জনৈক দল বাহাদুর মগরের ছেলে লিজন মগর (২৬) এবং (৮) অসমের শোণিতপুর জেলাধীন পানবাড়ি থানা এলাকার টিলাপাড়া বাতাসিপুরের বাসিন্দা জনৈক আব্দুল গয়ারির বছর ৩৭-এর ছেলে শরৎ গয়ারি (৩৭)।এদিকে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে খাদানে আবদ্ধ সবাইকে উদ্ধার করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সম্মিলিতভাবে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ ডুবুরির দল নিয়ে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পেশাল রিলিফ টাস্ক ফোর্স ও প্যারা ডাইভার্স, বায়ুসেনা, নৌ-সেনা, ৩১ নম্বর আসাম রাইফেলস পাথফাইন্ডার ইউনিট, এনডিআরএফ এবং এসডিআর-এর বিশেজ্ঞরা।

১৪ই জানুয়ারি

● প্রথম পাতার পর

বিল্ডিংয়ের মতো ভবিষ্যতের মিশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, তারপর আমরা জি১ রকেট তৈরি করছি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। আগামী ১২ই জানুয়ারি, ২০২৫ রবিবার সকাল ৯ টায় সেন্ট্রালরোডস্থিত শিববাড়ি প্রাঙ্গণে নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি ত্রিপুরার উদ্যোগে সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চারটি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ক-বিভাগ ০-৬, খ-বিভাগ ৬-৯, গ-বিভাগ ৯-১২, ঘ-বিভাগ-১২-১৬ বছর। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আধ ঘন্টা আগে সকল প্রতিযোগিকে তার বয়সের প্রমাণপত্রের প্রতিলিপি জমা দিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। প্রতিযোগিদের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অংকন পত্র দেওয়া হবে। রং, তুলি, বোর্ড প্রতিযোগিদের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। কোন বিষয় জানতে হলে এই নম্বরে ৮৭৮৭৬৬১৫০১ যোগাযোগ করলেই জানা যাবে। বিজয়ীদের আগামী ২৩ শে জানুয়ারি বিকাল ৩টায় মহারাজগঞ্জবাজার চৌমুহনী, নেতাজী কর্ণারে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। নেতাজী বিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এবং সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

মহম্মদবাজারে নববধূর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

বীরভূম, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বিয়ের ৭ মাসের মাথায় এক তরুণীর রহস্যমৃত্যু হলো। বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ছিনতাইকারীরা তাঁকে খুন করে বলে অভিযোগ স্বামীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল বীরভূমের মহম্মদবাজারে। মৃতার স্বামীর ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন।

মৃতার নাম সুচিত্রা বাগদি। সাত মাস আগে বীরভূমেরই হিংলোর বাসিন্দা সন্দীপ দাসের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। মঙ্গলবার রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সন্দীপ। গভীর রাতে রাইপুর ক্যানালের পাশে কাদার মধ্যে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে দেখে এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ। পাশে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় এক যুবক। পাশে পড়ে একটা দামি বাইক। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সন্দীপকে।

মালদায় ফের উদ্ধার বিপুল অঙ্কের জাল নোট

মালদা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল মালদহের বৈষ্ণবনগর থানার কুম্ভীরা ফাঁড়ির পুলিশ। মোট ২০ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করলেন আধিকারিকরা। জেলবন্দি কুখ্যাত দুষ্কৃতী রুবেল শেখের বাড়ির সামনে থেকে এই জাল নোটগুলি উদ্ধার হয়।

বিপুল পরিমাণ জাল নোট কে বা কারা মজুত করেছিল, কী উদ্দেশ্য ছিল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। রাতে কুম্ভীরা ফাঁড়ির পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে রুবেলের বাড়ির সামনে জাল নোট মজুত করা হচ্ছে। সেই খবর পাওয়ার পরই কুম্ভীরা অঞ্চলের খোসালপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার হয় মোট ২০ লক্ষ টাকার জাল নোট। যার মধ্যে রয়েছে পাঁচশো ও দুশো টাকার নোট। ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কৃষকদের পাশে ছিলাম ও আছি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): রাজ্য সরকার কৃষকদের পাশে ছিল এবং আছে, ফের একবার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পের আওতায় আমরা বাংলার ৯ লক্ষ কৃষককে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করলাম। চলতি খরিফ মরসুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে সকল কৃষকের চাষের ক্ষতি হয়েছিল, তাঁদের এই সহায়তা করা হচ্ছে। ফসলের বিমার জন্য কৃষকদের কোনও টাকাও দিতে হচ্ছে না। কারণ, আলু, আখ সহ সব ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাই রাজ্য সরকার দেয়।'

মমতা আরও জানিয়েছেন, 'এটা আমাদের গর্ব যে, ২০১৯ সালে চালু হওয়ার পর থেকে কেবলমাত্র 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পেই আমাদের সরকার ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। আমরা বরাবর বাংলার কৃষকদের পাশে ছিলাম, পাশে আছি, পাশে থাকবো।'

বিজেপির বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা যথাক্রমে মোহনপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শংকর দেব, মন্ডল নেতা বিকাশ দাস, নির্মল দেব, দিলীপ দাস, পুর কর্মচারী রঞ্জন দেবনাথ, ধীমান দাস উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ বামেদের ।এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বামেরা। অবিলম্বে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি তুলেছেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস।

বাইক, স্কুটি

● প্রথম পাতার পর

রাজধানীর বেশ কিছু জায়গায় রাস্তায় বেআইনিভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। তাতে যানযট সৃষ্টি হচ্ছে। বেশ কিছু বাইক, স্কুটি ও গাড়িকে আটক করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, তাছাড়া যে সমস্ত যানবাহন সঠিক কাগজপত্র নেই তাদেরকে জরিমানা করা হচ্ছে এবং যাঁরা হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরিয়েছেন তাদের জরিমানা করা হচ্ছে। আগামী দিনেও এরকম অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

কুয়াশা। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে গাড়িচালকদের। আজ উদয়পুরে থেকে টি আর০৩ বি ৩৫৯২ নম্বরে একটি অটো দুইজন যাত্রী নিয়ে মাতারবাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। মাতাবাড়ি বিওসির সামনে আসামাত্রই অপরদিক থেকে হঠাৎ করে বাইসাইকেলের সাথে অটো সংঘর্ষ ঘটে। ঘন কুয়াশার কারণে একদিকে অটোচালক অন্যদিকে বাইসাইকেল আরোহী কেউ দেখছিল না রাস্তা। হঠাৎ বাইসাইকেল এবং অটো গাড়ির মধ্যে হয় সংঘর্ষ। এতে করে বাইসাইকেল এবং অটো চালকের থাকা দুজন যাত্রী আহত হয়। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর দেওয়া হয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ।

অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর

প্রতীক অনুমোদন করেছে। রাজ্য সরকার গত ২৮ অক্টোবর গেরুয়া জমিনে ত্রিপুরার ম্যাপ ও অশোক স্তম্ভ দিয়ে এই প্রতীক কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে ছিল। তারই অনুমোদন মিলেছে।এদিন সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেন,রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিম্নোক্ত প্রতীকটিকে ত্রিপুরা সরকারের রাজ্য প্রতীক/লোগো হিসেবে ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মান্যতা প্রাপ্ত হয়েছে।

তিনি আশাবাদী, কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রক অনুমোদিত এই বিশেষ লোগো — রাজ্যের সংস্কৃতি, ইতিহাসকে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

তৃণমূলের নেতা খুনে ধৃত মমতার ঘনিষ্ঠ তৃণ-নেতা, তোপ সুজনের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): তৃণমূলের নেতা খুনে ধৃত মমতার ঘনিষ্ঠ তৃণ-নেতা। বুধবার এই প্রেক্ষিতে তোপ দাগলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। সুজনবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "মালদায় তৃণমূলের পুরনো নেতা বাবলা সরকার খুনের অভিযোগে ধৃত মমতার ঘনিষ্ঠ তৃণ-নেতা। ক্ষমতা, জমি, তোলাবাজী আর বে আইনী সম্পদ লুটের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যেকার এ লড়াই।।

মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে অপদার্থ ঠাওরেছিলেন এসপি, ডিএম দের। এবার কি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন মাননীয়া?"প্রসঙ্গত, মালদায় তৃণমূল নেতা বাবলা (দুলাল) সরকার খুনে শহর তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার দীর্ঘসময় জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন মালদার পুলিশ সুপার। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে স্বপন শর্মা নামে তৃণমূলের আরেক নেতাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় ধৃত ৫ জনের বয়ানের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে নরেন্দ্রনাথকে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের শিয়রে সংক্রান্তির হুঁশিয়ারি তসলিমার

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশে হিন্দুদের শিয়রে সংক্রান্তির হুঁশিয়ারি দিলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। বুধবার বেলা ১০টায় এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৮৭১, ২৪০ ও ১১০।

তিনি মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু হিন্দুরা, কান খুলে শুনে নিন। কতদিন নিজেদের আহার-নিদ্রা-মৈথুন, আর সেই সঙ্গে সম্প্রীতি ও বিশ্বপ্রেম, নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, বা থাকতে পারবেন, তা নিজেরাই ঠিক করে নিন।

বাংলাদেশ থেকে সদ্যপ্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, হিন্দুর উপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে। হিন্দুরা, যারা পালাতে চাইছে না, তাদের উপর জিজিয়া কর চাপাবার কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্কুল-কলেজের হিন্দু ছাত্রদের শুনতে হয়, 'তোদের আম্মু ভারতে পলাইসে, এবার তোরাও যা গিয়া'। বর্তমানে ৫৭টা উগ্র মুসলিম গোষ্ঠী দেশটাকে চালাচ্ছে। এদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু হিন্দু পেটাবার সময় সবাই এক। হিন্দু সরকারি কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ইত্যাদি সকলকে পাইকারি হারে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। খুন-ধর্ষণ-লুটপাট তো চলেছেই।এই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে এল বলে ! জেগে উঠবেন, না সামনের রবিবার দুপুরে মাংসভাত খেয়ে ভাতঘুম দেবেন?'

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের বিধবাভাতা, মমতার ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের বিধবাভাতা দেওয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার শুভেন্দুবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "মমতা ব্যানার্জী সন্দেশখালিতে বলেছিলেন 'লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের বিধবাভাতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

যেমন কথা তেমন কাজ! মুখ্যমন্ত্রীর বাণীকে ধ্রুব সত্য প্রমাণ করতে চটিচাটা প্রশাসন ও ওনার দলীয় নেতৃত্ব মাঠে নেমে পড়েছেন। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপক সধবা গৃহবধূকে জোরপূর্বক বিধবাভাতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিল নদীয়া জেলার শান্তিপুরের পঞ্চায়েত এবং বিডিও। অনুঘটক সেই কাটমানি খেকো স্থানীয় তোলামূল নেতৃত্ব।

জীবিত মানুষের নামে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু না হওয়া সত্ত্বেও কি করে তার স্ত্রীর নামে বিধবা ভাতা চালু হয়ে গেলো তার তদন্ত হওয়া উচিত। এরকম আরও কত ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।

আমি আগেও বলেছি মুখ্যমন্ত্রী"র এই মন্তব্য অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ। আমি বাংলার মা বোনদের মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং আবারো দাবি করি এই 'লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের বিধবাভাতা' সংক্রান্ত মন্তব্যের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নিঃশর্ত ক্ষমা স্বীকার করুন মা বোনদের কাছে।"

মালদায় পুলিশি অভিযানে আটক ট্রাক ভর্তি কাশির সিরাপ

মালদা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): মালদায় বৈষ্ণবনগরের ১৬ মাইল এলাকা থেকে ২১ হাজার ৪২৫ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ সহ ভিন্ন রাজ্যের এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, মঙ্গলবার রাতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ও কালিয়াচক থানার যৌথ অভিযানে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ১৬ মাইল এলাকায় মালদাগামী একটি ট্রাক আটক করে। এরপর ওই ট্রাকের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ২১ হাজার ৪২৫ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাফ। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা।

অনুমান, মাদক হিসেবে ব্যবহারের জন্যই ওই বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। চোরা বাজারে যেগুলি প্রায় দেড় কোটি টাকায় বিক্রি হতো। ট্রাক ভর্তি মাদক কফ সিরাপ কলকাতা থেকে ত্রিপুরার আগরতলা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

ধৃত ট্রাকচালক অপু দাস ত্রিপুরার ধারমানগর দক্ষিণ জেলার বাসিন্দা। তল্লাশিকে ফাঁকি দিতে প্লাস্টিক জার এবং চটের মোড়কে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কালিয়াচক এসডিপিও ফাইসাল রেজা, বৈষ্ণবনগর থানার আইসি বিপ্লব হালদার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

'শুভনন্দন" বলার কারণ ব্যাখ্যা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে প্রথম বার ব্যবহার। সেই যে শুরু হয়েছিল, এখন সরকারি শুভেচ্ছাবার্তাতেও অভিনন্দনের জায়গায় "শুভনন্দন" লেখা হয়। সেই নিয়ে বিরোধী শিবিরের রাজনীতিকরা কটাক্ষ করলেও "শুভনন্দন" বলা বন্ধ করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনন্দনের জায়গায় কেন "শুভনন্দন" বলেন তিনি, এবার খোলসা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।বুধবার "ছাত্রসপ্তাহ" সমাবেশের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে বক্তৃতা করতে গিয়েই "শুভনন্দন" বলার কারণ ব্যাখ্যা করলেন মমতা। এদিন তিনি বলেন, '১ থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ছাত্রসপ্তাহ পালন করি আমরা। স্কুলে স্কুলে বিভিন্ন কর্মসূচি হয়। এটা উৎসবের সময়, সকলে ব্যস্ত থাকেন। আজ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, একটা শব্দ কানে এল আমার। উনি বললেন, এটা সমাপনী অনুষ্ঠান।'মমতা বলেন, 'সমাপনী কিন্তু ভুল শব্দ নয়। এটা একটা নতুন শব্দ। যেহেতু নতুন শব্দ, তাই সঙ্গে সঙ্গে কানে এসেছে। আমি যেমন অভিনন্দনের জায়গায় শুভনন্দন বললাম। শুভনন্দন বলাই যায়। অসুবিধের কিছু নেই। ভাষা তো বিস্তৃত হয়! ভাষার বিস্তার আছে অনেক। এভাবেই তাই অভিনন্দন জানাই সকলকে।'এর আগে শুভনন্দন ব্যবহার করতে গিয়ে মমতার ব্যাখ্যা ছিল, 'নতুন কথার আমদানি করতে হবে। শুভকামনা, অভিনন্দন যদি চলতে পারে, শুভনন্দন কেন নয়?'

এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

দমকলবাহিনী মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, উদয়পুর মহকুমার রাজারবাগ এলাকার বাসিন্দা দীপল দেবনাথ শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্রনগর এলাকার মহানন্দ বৈষ্ণব পাড়ায় তার মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। মহানন্দ বৈষ্ণব পাড়ার রেলব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় তার মেয়ের বাড়ী। বুধবার সকালবেলা রেললাইনের পাশে আহত অবস্থায় তাকে দেখতে পান এলাকাবাসী। সকাল বেলায় আগরতলা থেকে সাব্রুমগামী রেলের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। সাথে সাথে তারা শান্তির বাজার দমকল বাহিনীকে খবর দিয়েছেন। সাথে সাথে দমকলকর্মীা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপল দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। বর্তমানে মৃতদেহ শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারনা, সকাল বেলায় প্রাতভ্রমনে বের হয়ে ঘন কুয়াশার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জন্মদিন পালিত

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের উন্নয়নের জন্য মোদীর স্বপ্ন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের প্রার্থনা করছি। তাছাড়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তাঁর মঙ্গল কামনা করেছেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, রাজ্যের জনগণের প্রতি আপনার অকৃত্রিম অবদান সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুও মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তাঁর মঙ্গল কামনা করেছেন।

এছাড়া, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা সহ অন্যান্যরা মানিক সাহাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তাছাড়া, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহাকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা করেছেন। তিনি মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর নিকট আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। পাশাপাশি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা সহ অন্যান্যরা মানিক সাহাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ৬ আগরতলা মন্ডলের উদ্যোগে আজ রক্তদান উৎসব পালিত হয়েছে। আগরতলা জিবি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে ৭০ জনের উপরে স্বেচ্ছায় রক্তদান অংশ গ্রহণ করেন। এই রক্তদান উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব, বিজেপির সহ-সভাপতি পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য যুব মোর্চার কার্য্যকর্তারা।

ধারাবাহিক সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে সারা ত্রিপুরায় একযোগে উদযাপন করা হলো মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার জন্মদিন।

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা, বিধায়ক, মন্ত্রী সহ বিভিন্ন পেশার নাগরিকদের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির, বস্ত্রদান, খাদ্য বিতরণ, বৃক্ষরোপণ এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযান সহ দিনভর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে রাজধানীতে আগরতলা মন্ডলের যুব মোর্চা জিবি পন্থ হাসপাতালে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। একইভাবে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে মিষ্টি ও ফল বিতরণ করে রোগীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মিনা রানী সরকার এডি নগরের বেলতলিতে আনন্দময়ী কালী মন্দির সাফাইয়ের মাধ্যমে স্বচ্ছ ভারত অভিযান পরিচালনার নেতৃত্ব দেন। এরমধ্যে গোমতী জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্য্যকর্তাগণ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সাফাই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। যা রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাদের অবদান তুলে ধরে।

খোয়াই এবং দক্ষিণ জেলার দক্ষিণ পিলাক পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বামুটিয়া মন্ডলে মন্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাসের ব্যবস্থাপনায় এলাকার বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে ফল এবং মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

৮ টাউন বড়দোয়ালী তথা মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রে বয়স্ক ও মহিলাদের মধ্যে শীতের শাল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার ও মন্ডল সভাপতি শ্যামল কুমার দেব।

একইভাবে সোনামুড়াতেও এধরণের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যেখানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ফল, মিষ্টি ও কম্বল বিতরণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে এই ধারাবাহিক সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে আরো একবার রাজ্যের মানুষের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব ফুটে উঠেছে।

জনজাতি মোর্চা

● প্রথম পাতার পর

একাধিক উন্নয়ন সংঘটিত করেছে বিজেপি সরকার।

আগামী ১১ জানুয়ারি গণমুক্তি পরিষদ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে রাজভবন অভিযানের যে ডাক দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে এই সাংবাদিক সম্মেলন করে উপজাতি কল্যাণে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিজেপি জনজাতি মোর্চার নেতৃবৃন্দ বলেন এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন সংঘটিত করার জন্য রাজ্য সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। যত দ্রুত সম্ভব ভিলেজ কমিটির নির্বাচন সংঘটিত করা হবে। রিয়াং শরণার্থীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ও সংশোধন করার বিষয় নিয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় ভিলেজে কমিটি নির্বাচন ঘোষণা করতে সমস্যা হচ্ছে বলে তারা দাবি করেন।

কালো দিবস পালন

● প্রথম পাতার পর

জমাতিয়া বলেন, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি খুমলুং মাধববাড়িতে টিএসএফ এর উদ্যোগে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধিতায় বনধের ডাক দিয়েছিল টিএসএফ। বনধের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশের গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিল টিএসএফের ছয়জন ছাত্র। এরপর থেকেই এই দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে আসছে টিএসএফ। এবারেও এই দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু মধ্যপ্রদেশে

রাজগড়, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে মধ্যপ্রদেশে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে কালীপীঠ থানার অন্তর্গত এক গ্রামে। জানা যায়, একটি বাইককে সামনের দিক থেকে আসা একটি নিয়ন্ত্রণহীন লরি ধাক্কা দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আহত বাইক আরোহীকে হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বুধবার ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মৃতদেহ হস্তান্তর করে পুলিশ। যুবকের মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জাতীয় অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটে হিমাচলেও পরাজিত ত্রিপুরা দল

ত্রিপুরা - ১২৫ হিমাচল প্রদেশ - ১২৭/১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয়ের হ্যাটট্রিক করলো ত্রিপুরা।

আবারও বিনা লড়াইয়ে হারতে হলো রাজ্য দলকে। অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেটে। নাগপুরের ভি সি এ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৯ উইকেটে। হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরার গড়া ১২৫ রানের জবাবে হিমাচল প্রদেশ এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে হিমাচল প্রদেশের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মাত্র ১২৫ রানে গুটিয়ে যায় ত্রিপুরা। রাজ্য দলের পক্ষে অন্ত রানী নোয়াতিয়া ৫৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, এঞ্জেল পাল ৬৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৭,সায়ন্তিকা নম দাস ৯০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং দলনায়িকা অশ্মিতা দাস ৪২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান রুখে দাঁড়াতে পারেননি।

হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে কুঞ্জম গিরি ৮ রানে, আহানা শর্মা ১৮ রানে এবং ঈমানী নেগী ৩০ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী মেজাজে ছিলেন হিমাচলের দুই ওপেনার। শেষ পর্যন্ত ১৪.৩ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দলনায়িকা দেবাংশী বর্মা ৪৪ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২ রান করেন। দলের পক্ষে অনাহিতা সিং ৩৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ রানে এবং কানু প্রিয়া ৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে রিফু দেববর্মা এক মাত্র উইকেটটি দখল করেন। ১০ জানুয়ারি ত্রিপুরার চতুর্থ প্রতিপক্ষ কেরালা।

ব্যাটে-বলে দাপট শঙ্খদীপের, মূল পর্যায়ে খেলা নিশ্চিত এগিয়ে চল সংঘের

তরুণ সঙ্ঘ- ১৭৪ এগিয়ে চলো সঙ্ঘ- ১৭৭/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শঙ্খদীপ দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। তাতেই আসরে পঞ্চম জয় পেলো এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। প্রথমে বল হাতে ৫ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৭২ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলে মেলারমাঠের ক্লাবটিকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেয় শঙ্খদীপ। শঙ্খদীপের পাশাপাশি এদিন নজর কেড়ে নেয় অনুপম ঘোষ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যালয় মাঠে বুধবার হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সঙ্ঘ ১৭৪ রান করে। দলের পক্ষে অনুপম ঘোষ ৯০ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯০ এবং শুভম দেবনাথ ৯৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। এগিয়ে চলো সঙ্ঘের পক্ষে শঙ্খদীপ দাস ১৫ রানে ৫ টি উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ ৩৬.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শঙ্খদীপ ৭৬ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭২ রানে এবং অদিত্য নারায়ন ৯৫ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। তৃতীয় উইকেটে দুজন যোগ করে ১১৭ রান। এছাড়া দলের পক্ষে ময়াঙ্ক দাস ৪৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে।

'বিলুপ্ত' হওয়ার পথে ওড়িশা এফসি!

ওড়িশা সরকার আর পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। ফলে সামনের মরশুম থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ওড়িশা থেকে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্লাব থাকবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি ওড়িশা এফসি ফের দিল্লি ফিরে যাবে তাদের পুরনো নাম, 'দিল্লি ডায়নামোস ফুটবল ক্লাব' হিসেবেই? না কি, অন্য কোনও রাজ্য থেকে ফের নাম বদলে নতুন নাম নিয়ে আইএসএলে খেলতে দেখা যাবে তাদের?

২০১৪-তে দিল্লি ডায়নামোস ফুটবল ক্লাব নাম নিয়ে আইএসএলে যাত্রা শুরু। কিন্তু চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দেখা যায়, দিল্লির বুকে আশানুরূপ সমর্থক তৈরি হচ্ছে না। এমনকী দলকে সমর্থন করার জন্য মাঠে লোকও আসছে না। স্বাভাবিক ভাবেই এই অবস্থায় দিল্লি ডায়নামোসের জন্য স্পনসরশিপ পেতেও সমস্যা হচ্ছিল ক্লাব কর্তাদের। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দলকে বাঁচাতে গেলে ভেনু পরিবর্তন করতে হবে। সেই সময় ওড়িশায় নবীন পট্টনায়েকের সরকার। তারাও চাইছিল, তাদের রাজ্য থেকে কোনও দলকে আইএসএলে খেলাতে। একদিকে দিল্লি ডায়নামোস চাইছিল, রাজ্য বদল করতে। অন্যদিকে নবীন পট্টনায়েকের সরকার চাইছিল, নিজেদের রাজ্য থেকে কোনও দলকে আইএসএলে খেলাতে। ফলে ২০১৯ থেকে দিল্লি ডায়নামোস নাম বদলে ওড়িশা এফসি হয়ে খেলতে শুরু করল ভুবনেশ্বর থেকে। কলিঙ্গ স্টেডিয়াম হল তাদের 'হোম গ্রাউন্ড। শুধুই ভেনু পরিবর্তন নয়। ওড়িশা সরকার পরিকাঠামোর দিক ছাড়াও আর্থিক ভাবেও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল ওড়িশা এফসিকে। হোম ম্যাচ এবং প্র্যাকটিস করার জন্য কোনও রকম আর্থিক দাবি ছাড়াই পুরোপুরি ফ্রি-তে কলিঙ্গ স্টেডিয়াম ওড়িশা এফসিকে দিয়ে দেয় ওড়িশা সরকার। এখানেই শেষ নয় সরকারের তরফে সাহায্যর হাত প্রসারিত করা। মাঠ ছাড়াও, ওড়িশা এফসির ফুটবলারদের থাকার জন্যও সম্পূর্ণ খরচ দিত সরকার। পাশাপাশি যাতায়াতের বাস-সহ ওড়িশা এফসির আরও নানা খরচ বহন করেছে নবীন পট্টনায়েকের সরকার। ভাবনা ছিল, ওড়িশা এফসি-কে সাহায্য করলে, ওড়িশার এফসির হাত ধরে ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে ওড়িশা ফুটবলেরও অনেক উন্নতি হবে। স্থানীয় মানুষের মধ্যে ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা তৈরি হবে। নবীন পট্টনায়েকের বিদায়ের পর মোহন চরণ মাঝি যে মুহূর্তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, নতুন ক্রীড়া দপ্তরের তরফে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু হয়েছে ওড়িশা এফসির জন্য। কারণ, সরকার আশা করেছিল, ওড়িশা এফসির থেকে এমন কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে, যা থেকে সাহায্য হবে ওড়িশার ফুটবলেও। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা গিয়েছে, ওড়িশা এফসির কোনও অ্যাকাডেমি নেই। পাশাপাশি অনূর্ধ- ১৫, ১৭, ১৮, ১৯ কোনও বয়সভিত্তিক দলই নেই। অর্থাৎ ওড়িশার জুনিয়র ফুটবল ডেভলপমেন্টের ব্যাপারে কোনও সাহায্য বা পরিকল্পনা কিছুই করছে না ওড়িশা এফসি। পাশাপাশি ২০১৯-'২৪ পর্যন্ত ওড়িশার একজন স্থানীয় ফুটবলারকেও দলে নেয়নি ওড়িশা এফসি।

আখ চিপে রস বের করে নেওয়ার মতো বুমরাকে ব্যবহার করা হয়েছে: হরভজন

৫ টেস্টে ৯ ইনিংসে বোলিং করেছেন যশপ্রীত বুমরা। ওভারসংখ্যা ১৫১.২। বোর্ডার---গাভাস্কার সিরিজে ভারতের বোলারদের মধ্যে শুধু মোহাম্মদ সিরাজই তাঁর চেয়ে বেশি ওভার (১৫৭.১) বোলিং করেছেন। কিন্তু সিরাজ ৫ টেস্টে ১০ ইনিংসেই বোলিং করেছেন। চোটের কারণে সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করতে পারেননি বুমরা। পিঠে চোট না পেলে নিশ্চিতভাবেই ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ওভার বোলিংটা বুমরাই করতেন।

হরভজন সিং অবশ্য এতেই অসন্তুষ্ট। ভারতের সাবেক স্পিনারের মতে, আখকে চিপে যেভাবে ছোবড়া বানানো হয়, বুমরাকে বোর্ডার---গাভাস্কার সিরিজে সেভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে শেষ পর্যন্ত পিঠের অসারতার চোটে পড়তে হয়েছে সর্বোচ্চ ৩২ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা বুমরাকে। যে কারণে সিডনি টেস্টে জয়ের জন্য ১৬২ রানের লক্ষ্যে ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বুমরাকে বোলিংয়ে পায়নি ভারত।

সিডনি টেস্ট তিন দিনে জিতে সিরিজও ৩—১ ব্যবধানে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। হরভজনের মতে, বুমরাকে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে পাওয়া গেলেও ভারতই হারত। তবে লড়াইটা জমত বলেই মনে করেন ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৬৭ ম্যাচে ৭১১ উইকেট নেওয়া হরভজন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সাবেক এই অফ স্পিনার বলেছেন, 'আখ চিপে যেভাবে সব রস বের করে নেওয়া হয়, সেভাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাপারটা এমন ছিল যে ট্রাভিস হেড এসেছে, বলটা বুমরাকে দাও; মারনাস এসেছে, বলটা বুমরাকেই দাও; স্টিভ স্মিথ এসেছে, বুমরাকেই দাও বলটা।'

হরভজন এরপর বলেছেন, 'বুমরা কত ওভার বোলিং করবে? অবস্থা এমন করে ফেলা হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া যায়নি। সে থাকলে অস্ট্রেলিয়া হয়তো পঞ্চম (সিডনি) টেস্টটি জিততই, কিন্তু ৮টি উইকেটও পড়তে পারত, কাজটা তাদের জন্য কঠিন হতো। তার পিঠটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাকে দিয়ে কত ওভার বোলিং করানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ম্যানেজমেন্টের।'

বুমরাকে এমনিতে সব সিরিজে খেলায় না ভারত। কারণ, চোটের ঝুঁকি আছে। সিডনিতে পাওয়া চোটের কারণেই এ মাসে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি---টোয়েন্টি সিরিজে বুমরাকে বিশ্রাম দিতে পারে ভারত। টি—টোয়েন্টি সিরিজের পর আছে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ওয়ানডে সিরিজেও তাঁর সব ম্যাচ না খেলার সম্ভাবনাও আছে বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এই টুর্নামেন্টে বুমরাকে পূর্ণ ফিট হিসেবে পেতেই সিদ্ধান্তটি নিতে পারে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

লিগে অবসর ভেঙে মাঠে নামলেন সহকারী কোচ!

ছিলেন দলের সহকারী কোচ। চোট, আঘাতে জর্জরিত দলের স্বার্থে অবসর ভেঙে মাঠে নেমে পড়েন ড্যান ক্রিশ্চিয়ান। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার ব্যাট হাতে অবশ্য হতাশ করলেন না। ৪১ বছরের ক্রিশ্চিয়ানের ব্যাট থেকে এল ১৫ বলে ২৩ রানের ইনিংস।

বিগ ব্যাশ লিগের দল ব্রিসবেন থান্ডারের সহকারী কোচ ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান। দলের একাধিক ক্রিকেটারের চোট, আঘাত। ব্রিসবেন হিটের বিরুদ্ধে ১১ জনের দল তৈরি করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিস্থিতি সামলাতে অবসর ভেঙে মাঠে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন ৪১ বছরের প্রাক্তন ক্রিকেটার। মাঠে নেমে তিনি অবশ্য হতাশ করেননি। ১৫ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেললেন। মারলেন দু'টি ছক্কাও। তাঁর ছোট অথচ কার্যকরী ইনিংসের সুবাদে সিডনি থান্ডার শেষ পর্যন্ত করে ৮ উইকেটে ১৭৩ রান। উল্লেখ্য, বছর খানেক আগে পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি।

ড্যানিয়েল স্যামস, ক্যামেরন ব্যানক্রফটে মতো ক্রিকেটারদের চোট সমস্যায় ফেলেছিল সিডনি কর্তৃপক্ষকে। তাঁরাই প্রাক্তন অলরাউন্ডারকে মাঠে নামার অনুরোধ করেন। ক্রিকেটজীবনে টি-টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান।

টিএফএ-র খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা অনূর্ধ ১৫ ফুটবলে অম্পিনগর এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অম্পিনগর প্লে সেন্টারের জয়ের ধারা অব্যাহত। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলেরও জয় অব্যাহত। খেলো ইন্ডিয়া মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরুতেই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। আয়োজক ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন। টি এফ এ-র খেলো ইন্ডিয়া মহিলা অস্মিতা ফুটবল লীগের অনূর্ধ ১৫ বয়স গ্রুপে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং অম্পিনগর ফুটবল প্লে সেন্টার। দুই দলের পয়েন্ট সমান হলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে অম্পিনগর ফুটবল প্লে সেন্টার এগিয়ে। অম্পিনগর ফুটবল প্লে সেন্টার আজ, বুধবার ১১-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে জম্পুই জলা প্লে সেন্টারকে পরাজিত করেছে। দলের পক্ষে মিতা জমাতিয়া একাই আটটি গোল করেছে। এছাড়া, অন্য খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ২-০ গোলের ব্যবধানে অক্সিলিয়ান গার্লস স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে জেসিকা ঝরা ও রেমিকা রিয়াং গোল দুটি করে। অপর খেলায় ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব ২-০ গোলে ডন বসকো স্কুলকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা অনূর্ধ ১৩, অনূর্ধ ১৫ এবং অনূর্ধ ১৭ তিনটি বিভাগের ফুটবল প্রতিযোগিতা রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। দুটো টুর্নামেন্ট রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে হলেও অনূর্ধ-১৭ বয়স বিভাগের টুর্নামেন্ট হচ্ছে ধর্মনগরের তীলথৈ রূপচরণ স্কুল গ্রাউন্ডে।

অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতা মুছে ফেরার আশ্বাস যশস্বীর

এ বারই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেললেন যশস্বী। একটি শতরান এবং দু'টি অর্ধশতরান-সহ করেছেন মোট ৩৯১ রান। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে তিনিই ভারতের সফলতম ব্যাটার।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে ভারতের সফলতম ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল। পার্থ এবং মেলবোর্নে ভাল ব্যাট করেছেন তরুণ ওপেনার। যদিও দলের সিরিজ হার বাঁচাতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৩ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছে ভারত। হাতছাড়া হয়েছে টানা তিন বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার সুযোগ। যশস্বীর বিশ্বাস, ব্যর্থতা মুছে ঘুরে দাঁড়াবে দল। তাঁরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন আগামী দিনে।

২০১৪-১৫ মরসুমের পর এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ হেরে ফিরতে হচ্ছে ভারতীয় দলকে। যশস্বী এবং জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া কেউ প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। তবে দল হারায় মন ভাল নেই তরুণ ব্যাটারের। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "অস্ট্রেলিয়া সফরে অনেক কিছু শিখেছি। দুর্ভাগ্য প্রত্যাশা মতো ফল করতে পারিনি আমরা। আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবই। আপনাদের সমর্থন আমাদের কাছে অনেক কিছু।" তাঁর মনে, ভারতীয় দলের আরও ভাল ফল করা উচিত ছিল।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে যশস্বী একটি শতরান এবং দু'টি অর্ধশতরান-সহ করেছেন মোট ৩৯১ রান। গড় ৪৩.৪৪। উল্লেখ্য, এ বারই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেললেন যশস্বী। অন্য দিকে, পাঁচ টেস্টের সিরিজে ৩২টি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। তিনি সিরিজের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও পেয়েছেন।

পূজা, অন্বেষার লড়াইয়ে মিজোরামকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ ত্রিপুরার

ত্রিপুরা- ১৩৪/২ মিজোরাম-৫০/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় ম্যাচে এসে জয়ের স্বাদ পেলো ত্রিপুরা। পরাজিত করলো গ্রুপের সবথেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ মিজোরামকে। অনূর্ধ-২৩ বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। জামসেদপুরের কিনান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা জয়লাভ করে ৮৪ রানে। ত্রিপুরার গড়া ১৩৪ রানের জবাবে মিজোরাম ৪ উইকেট হারিয়ে ৫০ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান করে। প্রাথমিক ব্যর্থতার পর দলের হয়ে রুখে দাড়ায় পূজা দাস এবং দলনায়িকা অন্বেষা দাস। ওই দুজন কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

এবং ত্রিপুরাকে লড়াই করার মতো স্কোরে নিয়ে যায়। তৃতীয় উইকেট ওই জুটি ৮২ বল খেলে ৯৫ রান যোগ করে অপরাজিত থেকে যায়।পূজা ৫২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ রানে এবং অন্বেষা ৪১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া মেঘা সরকার ১৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের আটো সাটো বোলিংয়ে নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৫০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে কেরিয়া ৪৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন।ত্রিপুরার পক্ষে পূজা দাস ৯ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। ১০ জানুয়ারি ত্রিপুরা চতুর্থ ম্যাচ খেলবে বরোদার বিরুদ্ধে।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়েই নকআউট পর্যায়ে খেলবে চাম্পামুড়া

এ ডি নগর - ১২৩ চাম্পামুড়া - ১৩৬/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলো গেল বারে চ্যাম্পিয়ন চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার।গ্রুপের শেষ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এডি নগর প্লে সেন্টারকে বুধবার অনেকটা সহজেই পরাজিত করলেন কর্ণ দেবনাথ এর ছেলেরা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। বুধবার নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ৫ উইকেটে পরাজিত করে এডি নগর প্লে সেন্টারকে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে এডি নগর ১২৩ রান করে। দলের পক্ষে অরিত্র রঞ্জন ৫৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, কৌশিক দত্ত চব্বিশ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, দীপ্তনু সরকার ৫৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে একুশ এবং আবির ভট্টাচার্য্য ২৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে এগারো রান করে। চাম্পামুড়ার পক্ষে শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ১৮ রানে এবং অনুরাগ দাস কুড়ি রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। এছাড়া অংশু সাহা ১০ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ৩৫.৩ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অনুরাগ দাস ৭৭ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া রাজদীপ দে ৬২ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ এবং শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ১৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারের সাহায্যে ১১ রান করে। এডি নগরের পক্ষে আবির ভট্টাচার্য্য ২৮ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে নতুন জট, আফগানিস্তান ম্যাচ বয়কটের আহ্বান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে নতুন জটিলতা। এ বার সমস্যার কারণ ইংল্যান্ডের আপত্তি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে না-ও খেলতে পারেন জস বাটলারেরা। ব্রিটেনের অন্তত ১৬০ জন রাজনৈতিক নেতা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অন্যতম অংশগ্রহণকারী দেশটিকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন। যদিও এ নিয়ে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কর্তারা কোনও মন্তব্য করেননি।

রাজনৈতিক কারণে আফগানিস্তানকে বয়কট করতে পারে ইংল্যান্ড। তালিবান সরকারের একাধিক নীতির বিরোধিতায় ইংল্যান্ডের রাজনীতিবিদদের একাংশ আফগানিস্তানকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নাইজেল ফারাজ, জেরেমি করবিন, লর্ড কিনকের মতো নেতারা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কথা ইংল্যান্ডের। বাটলারেরা সেই ম্যাচ না খেললে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)।

তালিবান প্রশাসন মহিলাদের মানবাধিকার খর্ব করছে। এই ইস্যুতে সম্প্রতি উত্তাল হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন। সে দেশের সাংসদদের একাংশ চান, তালিবান প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিক ইসিবি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করা উচিত। পার্লামেন্টের দুই কক্ষ হাউস অফ কমন্স এবং হাউস অফ লর্ডসের তরফে সরকারি ভাবে বিবৃতি দিয়েছেন রিচার্ড গোল্ড। তিনি বলেছেন, "তালিবানের অধীনে আফগানিস্তানে মহিলাদের প্রতি যে ভয়াবহ আচরণ করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার জন্য আমরা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট কর্তাদের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসিবিকে আমাদের অনুরোধ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচটি বয়কট করা হোক। এই ধরনের জঘন্য আচরণ বরদাস্ত করা যায় না। আফগানিস্তানকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। আফগান মহিলাদের সহমর্মিতার বার্তা দেওয়ার অনুরোধ করছি ইসিবিকে। আশা করি, আফগান মহিলাদের আমরা নিরাশ করব না।" উল্লেখ্য, মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে না অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের মতো অস্ট্রেলিয়াতেও বয়কটের ডাক উঠলে আরও জটিল হতে পারে পরিস্থিতি।

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তানে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের না পাঠানোর কথা আগেই জানিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতের অনড় অবস্থানের সামনে সুর নরম করতে বাধ্য হন পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তারা। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ভারতের ম্যাচগুলি দুবাইয়ে আয়োজনের ব্যবস্থা করেছে। প্রতিযোগিতা হবে হাইব্রিড মডেলে। সেই সমস্যা সমাধানের পর আবার নতুন সমস্যা তৈরি হল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিরিজ হারের ধাক্কা, আইসিসির টেস্ট ক্রমতালিকায় আরও পিছলেন রোহিতেরা

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি ১-৩ ব্যবধানে হেরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে ভারত। সেই হারের ধাক্কা এ বার লাগল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) টেস্ট ক্রমতালিকাতেও। তৃতীয় স্থানে নেমে গেলেন রোহিত শর্মারা। অথচ অস্ট্রেলিয়া সফর শুরুর সময় শীর্ষে ছিল ভারত।

২০১৪-১৫ মরসুমের পর এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি ভারত। এক দশক পর হাতছাড়া হয়েছে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি। ভারতীয় দলের হাতছাড়া হল আইসিসির টেস্ট ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানও। ভারতের বিরুদ্ধে ৩-১ ব্যবধানে জয়ের সুবাদে শীর্ষে উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সদের রেটিং পয়েন্ট ১২৬। পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। টেম্বা বাভুমাদের রেটিং পয়েন্ট ১১২। প্রথম দুই দল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রোহিতেরা। ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১০৯। দক্ষিণ আফ্রিকা-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল ভারত। পাকিস্তানকে কেপ টাউন টেস্টে ১০ উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে প্রোটিয়ারা।

ক্রমতালিকায় চতুর্থ স্থানে ইংল্যান্ড। বেন স্টোকসদের রেটিং পয়েন্ট ১০৬। পঞ্চম স্থানে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড। তাদের রেটিং পয়েন্ট ৯৬। ষষ্ঠ স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কার রেটিং পয়েন্ট ৮৭। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেও ক্রমতালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। শান মাসুদের দলের রেটিং পয়েন্ট ৮৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজ রয়েছে অষ্টম স্থানে। তাদের রেটিং পয়েন্ট ৭৫। নবম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্তদের রেটিং পয়েন্ট ৬৫। ক্রমতালিকায় ১০ নম্বরে থাকা আয়ারল্যান্ডের রেটিং পয়েন্ট ২৬। ১১ নম্বরে রয়েছে জিম্বাবোয়ে। তাদের রেটিং পয়েন্ট ৪। ১২ নম্বরে আফগানিস্তান। রশিদ খানদের রেটিং পয়েন্ট শূন্য।

দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বইমেলা পরিদর্শনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মী টিংকু রায় আগরতলা দিব্যাঙ্গজন হোমের আবাসিকদের নিয়ে আজ আগরতলা বইমেলা পরিদর্শন করেন। বইমেলা প্রাঙ্গণে তিনি দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময়ও করেন। তাদের বইমেলা ঘুরে দেখতে এবং পছন্দমতো বই কেনার পরামর্শ দেন। পরিদর্শনের সময় সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায়ের সাথে ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, যুগ্ম অধিকর্তা ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস ও দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ এবং বিভিন্ন হোমের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। পশ্চিম জেলার ৬টি দিব্যাঙ্গজন হোমের ১৬৯ জন দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রী আজ বইমেলা পরিদর্শন করে।

বইমেলা পরিদর্শন শেষে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফল, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ও পুস্তক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমী টিংকু রায় দিব্যাঙ্গজনদের বইমেলায় নিয়ে আসার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আবাসিকদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ে তোলা হবে। সেখানে আবাসিকদের কারিগরি শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে পড়াশোনা করে আত্মনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দেন।

টিএসএফ'র উদ্যোগে কালো দিবস পালন খুমলুঙ - এ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় আন্দোলন করতে গিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী আক্রান্ত হয়েছিলেন। এরই প্রতিবাদে খুমুলুঙ-এ আজকের দিনটিকে কালো দিবস পালন করল টিএসএফ। টিএসএফ সাধারণ সম্পাদক হামলো জমাতিয়া বলেন, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি খুমলুং মাধববাড়িতে টিএসএফ এর উদ্যোগে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধিতায় বনধের ডাক দিয়েছিল টিএসএফ। বনধের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশের গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিল টিএসএফের ছয়জন ছাত্র। এরপর থেকেই এই দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে আসছে টিএসএফ। এবারেও এই দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে।

আনন্দনগর সুলতান শাহ দরগার মেলা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: ৯ জানুয়ারি থেকে আনন্দনগর সুলতান শাহ দরগায় শুরু হচ্ছে পাঁচ দিনব্যাপী মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে আনন্দনগর সুলতান শাহ দরগা মেলা শুরু হতে চলছে। পাঁচদিনব্যাপী চলবে এই মেলা। এনিয়ে প্রস্তুতি চলছে সুলতান শাহ মাজারে।

অন্যদিকে এখানে আসা সন্ন্যাসী এবং স্থায়ী এলাকাবাসীদের দাবি শৌচালয়, পানীয় জলের ফিল্টার সহ বিভিন্ন সামগ্রী নির্মাণ করার দাবি থাকলেও এখন পর্যন্ত তা পূরণ হচ্ছে না। তারা জানান, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও সুলতান শাহ মেলা ৯ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: আগামী ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চলের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন কে সামনে রেখে বুধবার ক্লাব প্রাঙ্গনে এক স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে সামনে রেখে একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে শহর দক্ষিণাঞ্চলের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় ক্লাব প্রাঙ্গনে। স্বাস্থ্য শিবির এলাকার সকল অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এদিন বিনামূল্যে ওযুধপত্র বিতরণ করা হয়।

রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বুধবার এনএসএসের সপ্তাহব্যাপী শিবির শুরু হয়েছে। শিবিরকে কেন্দ্র করে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম এর সাত দিনের বার্ষিক ক্যাম্প উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকরা মিলে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এদিন এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর নিতু গুহ দে, মনোনীত কর্পোরেটর ডাক্তার মনোজ কান্তি রায়,ইসকন মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীধাম গোবিন্দ দাস সহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই রক্তদান শিবিরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, এই ধরনের ক্যাম্পে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দিক নিয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে যারা আগামী দিনে রাষ্ট্র গঠনে অংশগ্রহণ করবেন তারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হন। আজকে যারা রক্ত দিচ্ছেন তারা মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম পালন করছেন। এই রক্তদানের মাধ্যমে সমাজের প্রতি তাদের কিছু করার মানসিকতা তৈরি হবে।

পরবর্তীতে আজকের এই রক্তদান শিবির নিয়ে ইসকন মিশনের মহারাজ শ্রীদাম গোবিন্দ দাস বলেন, আজকের সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে যুবসমাজ একাকীত্ব বোধ করছে একা একা থাকছে এ সকল যুব সমাজকে আজকের এই রক্তদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে তাদের সমাজের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। এই রক্তদানের মাধ্যমে দেশের প্রতি কিছু করার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। সেবা মূলক মানসিকতায় সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসছে ছাত্র-ছাত্রীরা।

কদমতলার নবনির্বাচিত বুথ সভাপতি এবং মন্ডল সভাপতিকে সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৮ জানুয়ারি: কদমতলার চন্দ্রকলা ভবনে বুধবার নবনির্বাচিত বুথ সভাপতি এবং মন্ডল সভাপতিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।

ভারতীয় জনতা পার্টি দলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযানের পাশাপাশি বুথ সভাপতি এবং মন্ডল সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে মন্ডলে মন্ডলে বুথ সভাপতি ও মন্ডল সভাপতিদের সংবর্ধনা প্রদান এবং কার্যকর্তাদের সহিত পরিচয় পর্ব চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বুধবার কদমতলার চন্দ্রকলা ভবনে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের কার্যকর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা পাবিয়া ছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস এবং উত্তর জেলা সম্পাদক কাজল দাস, মন্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান চলাকালীন এক সাক্ষাৎকারে প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বলেন কুর্তি কদমতলা কেন্দ্র ভারতীয় জনতা পার্টি দল বিগত বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। পাশাপাশি তিনি এই কেন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগামীদিনে সবাইকে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের পাশে থাকার আহ্বান করেন।

গাঁজা বাগান ধ্বংসে সাফল্য পেল কলমচৌরা থানা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : কলমচৌরা থানা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে আবারো গাঁজা বাগান ধ্বংসে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই অভিযানে আনুমানিক ২০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

কলমচৌরা থানার ওসি জানিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আজ সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর দুইটা ত্রিশ মিনিট অবধি দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় প্রায় ২৫ একর জমি জুড়ে ৫ টি ভিন্ন প্লটে ২০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

উত্তর কালামচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ দক্ষিণ কলমচৌড়া এবং ওএনজিসি পয়েন্ট এলাকায় গাঁজা গাছের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন এসআই বিশ্বজিৎ দেববর্মা, এসআই সুপ্রতিম দে এবং ৭ নং টিএসআর ব্যাটেলিয়নের ৩০জন কর্মী সহ ১৪০ নং ব্যাটেলিয়নের ১৪ জন সিআরপিএফ কর্মী।

গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা শুরু, প্রশাসনিক ব্যস্ততা তুঙ্গে

গঙ্গাসাগর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : সকাল থেকেই ব্যাপক হাওয়া বইছে। সাগরপাড়ে এই মুহূর্তে পৌঁছেছেন যে সমস্ত তীর্থযাত্রী তাদের অধিকাংশই স্নান সারছেন। আনাগোনা বেড়েছে পুণ্যার্থীদের। এই ছবি কপিলমুনির মন্দির থেকে লঞ্চ ঘাটেও। খেজুরের রস প্রতি গ্লাস ১০ টাকা, কিনতে পাওয়া যাচ্ছে নতুন গুড়। পাটালি ও নলেন এবং ঝোলা গুড় মিলছে। ১০ দিনের গঙ্গাসাগর মেলায় ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। সরকারিভাবে বুধবার থেকেই মেলা। দূরদূরান্ত থেকে আসছেন পুণ্যার্থীরা। বয়স্ক তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বিশেষত, মহিলা ও পুরুষদের সাথে পরিবারের অন্যান্যরাও এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ্যণীয়, মুড়িগঙ্গা - ১ নং পঞ্চায়েতের সামনে কচুবেড়িয়া থেকে সাগর যাওয়ার রাস্তায় পথে চলছে মেরামতি ও সংস্কারের জরুরি ভিত্তিতে কাজকর্ম। ছয়ের ঘেরি, মনসা দ্বীপ ইত্যাদি অঞ্চলে যাত্রী শেড-এর নির্মাণ কাজ শেষ। সাগর যেতেই পাথরপ্রতিমা থানা এলাকায় ব্যস্ততা তুঙ্গে সর্বত্র। ৪০ কিমি গতি বজায় রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। পথ চলতি গঙ্গাসাগর অভিমুখে যে সমস্ত ভক্ত চলেছেন প্রতি মুহূর্তেই তাদের সহায়তা দিতে প্রস্তুত বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকরা। পূর্ত থেকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি এবং পরিবহন থেকে বিদ্যুৎ সমস্ত বিভাগকে সংবেদনশীল ভূমিকা পালনের জন্য জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, পুণ্যার্থীরা এবং তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা ক্রমশ বাড়ছে মেলা প্রাঙ্গণে। মকর সংক্রান্তির স্নানের দিন যত এগিয়ে আসছে জনসমাগম বাড়ছে।

পথ দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু

পূর্ব চম্পারণ, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিহারে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে মোতিহারী-আররাজের রাস্তায় তুরকাউলিয়া স্কুলের কাছে। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তি পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি আদালতের কাজ শেষ করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই একটি গাড়ি তাঁর বাইকে ধাক্কা দেয়। আহত বাইক আরোহীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নিহত আইনজীবীর নাম উমেশ তিওয়ারি। ঘটনাস্থল থেকে চালক পলাতক। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আইনজীবীর মৃত্যুর খবরে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহ তাঁর সহকর্মীরা শোক প্রকাশ করেন।

দ্রুতগতিই কাল পথের বলি আরো এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ জানুয়ারি: বুধবার বিকালে সাব্রুম মহকুমায় শ্রীনগর থেকে বাইকে চেপে বিলোনিয়া যাবার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম লক্ষী কান্ত দাস (২১), পিতার নাম সলিল দাস, তার বাড়ি সাব্রুম শ্রীনগর স্কুল পাড়া এলাকায়।

বাইকে চেপে দ্রুত গতিতে যাবার সময় ল্যাম্পপোস্টের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। দুর্ঘটনা হবার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঋষ্যমুখ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেয়। যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে।

রাজস্থানে এক জেইই ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কোটা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজস্থানে এক জেইই ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোটার জওহর নগর থানার অন্তর্গত আনন্দ কুঞ্জ নামক একটি হোস্টেলে। মৃত ছাত্রের নাম নীরজ জাট (১৯), সে হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ের বাসিন্দা।জানা যায় , দুই বছর কোটায় থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।হোস্টেলের এক কর্মী জানান ,মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নীরজ তাঁর বন্ধুর সঙ্গে রাতের খাবার খেতে এসেছিলেন কিন্তু তাঁকে তখন দেখে মনে হয়নি সে এমন পদক্ষেপ নিতে চলেছে।রাতে আচমকাই তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। তড়িঘড়ি খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে।এক পুলিশ আধিকারিক জানান , পরিবারের সদস্যরা আসার পর ময়নাতদন্ত করা হবে।প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু সুস্পষ্ট কারণ জানতে ময়নাতদন্ত করা হবে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে বিনামূল্যে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বয়স্ক এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের চোখের ছানির অস্ত্রোপচার সহ চোখের নানা ধরনের চিকিৎসা নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। গত ১ জানুয়ারি জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের চক্ষু চিকিৎসকদের তত্বাবধানে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শিবিরে মোট ১৩ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। এর মধ্যে সাত জন পুরুষ এবং ছয় জন মহিলা ছিলেন।

এই অস্ত্রোপচারে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক সার্জন ডা. অভিজিৎ রায় এবং ডা. রথীন্দ্র দাস। তাছাড়া উক্ত অস্ত্রোপচারে ওটি টেকনিশিয়ান ছিলেন লীলা বর্মণ, নার্সিং অফিসার ইনচার্জ গায়ত্রী সোম দাস ও মৈত্রী দেববর্মা। অস্ত্রোপচারের পর যাদের বিপিএল ও আয়ুষ্মান কার্ড রয়েছে তাদের বিনামূল্যে চশমা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।

ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ- এর উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় সাড়া জাগানো পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জানুয়ারি: ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ- এর উদ্যোগে আজ তেলিয়ামড়ায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসংস্থানের দাবিতে নেশার বিরুদ্ধে আইনের শাসন পুণপ্রতিষ্ঠা করতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং উপজাতি যুব ফেডারেশন এর সাড়া জাগানো পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়ায়।

এই পদযাত্রাটি সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে তেলিয়ামুড়ার রাজপথ ধরে তুইচিদ্রাই বাড়ি বাজারে পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুব পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ডি. ওয়াই.এফ.আই রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব টি.ওয়াই. এফ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কৌশিক দেববর্মন, ডি.ওয়াই. এফ.আই তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ দেব, সি.পি.আই.এম মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুভাষ নাথ সহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই যুবক পদযাত্রাটি এই দুই সংগঠনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়। আলোচনা করতে গিয়ে টি.ওয়াই. এফ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কৌশিক দেববর্মন বলেন বর্তমানে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা লাটে উঠেছে। বেকাররা কর্মসংস্থানের পেছনে হাঁটছে। কোন ব্যবস্থা নেই সরকারের পক্ষ থেকে। যুবসমাজ আজ নেশার কবলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুবক যুবতীদের ভবিষ্যৎ। তাই এই দুই যুব সংগঠন সারা রাজ্যের মত সরকারকে এই ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আবেদন জানান এই পদযাত্রার মাধ্যমে।

বাগান কেটে জেলা হাসপাতাল তৈরি করা নিয়ে ক্ষুব্ধ বাগান মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : খাস জমিতে গড়ে তোলা বাগান কেটে হবে জেলা হাসপাতাল। বিষয়টিকে ঘিরে ক্ষুব্ধ বাগান মালিকরা। প্রশাসনিক কর্তারা বিশ্রামগঞ্জ বাঁশতলী ভিলেজ এলাকা পরিদর্শনে গেলে ক্ষোভ উগরে দেন বাগান মালিক ও তাঁর পরিবার।

বিশ্রামগঞ্জ বাঁশতলী ভিলেজ এলাকায় তিল তিল করে খাস জমিতে গড়ে তোলা হয়েছিল রাবার বাগান। কিন্তু এখন এই বাগান কেটে জেলা হাসপাতাল তৈরি করা হবে। বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষুব্ধ বাগান মালিকগণ।

আজ হাসপাতাল নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা জায়গাটি পরিদর্শনে আসেন প্রশাসনিক কর্তারা। এতেই বাগানের মালিকেরা মিলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।সাংবাদিক দেব মুখোমুখি হয়ে বাগান মালিক জয়খোলা বেগম জানিয়েছেন, নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে খরচ না করে এই রাবার বাগানে সব টাকা ব্যয় করেছেন তাদের পরিবার। বাগানের দৌলতেই বাড়িতে ভাত জুটছে তাদের। কিন্তু এখন সরকার হঠাৎ করে এসে তাদের রোজগারের সম্বল ছিনিয়ে নিল তারা কিভাবে দিনযাপন করবে, এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা'র বাড়িতে পুলিশি প্রহরার নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ আনা তরুণীর বাড়িতে সর্বক্ষণের পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ওই মামলার তদন্ত কতটা এগোল তার রিপোর্ট আগামী সোমবার পুলিশকে আদালতে জমা দিতে হবে।

বুধবার ওই মামলার শুনানিতে বিচারপতির নির্দেশ, নির‍্যাতিতার বাড়িতে ২৪ ঘণ্টার পুলিশ নিরাপত্তা দিতে হবে। রাজ্যের আইনজীবীর তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনায় তদন্ত অনেকটা এগিয়েছে। চার্জশিট দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

হাই কোর্টে ওই তরুণী জানান, অভিযুক্তেরা তাঁকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছেন, অথচ পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। এর পরেই পুলিশের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে আদালত। সঙ্গে তরুণীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাঁর বাড়ির বাইরে পুলিশ প্রহরার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের গোড়ায় সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। এলাকার 'প্রভাবশালী' তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতির তদন্তে এসে আক্রান্ত হন ইডি আধিকারিক ও আধাসেনা জওয়ান। তার পর আন্দোলনে নামেন দ্বীপ এলাকার বহু মানুষ। এলাকার অনেক কৃষিজমি জোর করে দখল করে মাছের ভেড়ি বানানোর অভিযোগ ওঠে শাহজাহান এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে তাঁর একাধিক শাগরেদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মহিলাদের উপরে নির‍্যাতনের অভিযোগও সামনে আসে। এর কিছু দিন পরেই রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন শাহজাহান ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা।

হরিয়ানায় তরুণীর ব্যাগ ছিনতাই তদন্ত শুরু

জিন্দ, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : এক তরুণীর কাছ থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালালো বাইকারোহী ৩ দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটে হরিয়ানার নতুন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ১৩ নম্বর সেক্টরে। ব্যাগে নগদ টাকা, আইফোন, এটিএম কার্ড এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল।

জানা যায় , মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে বাড়ি ফেরার সময় বাইকারোহী ৩ দুষ্কৃতী তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় এবং ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে বাইকে করে পালায়। তাঁর চিৎকারে আশপাশের মানুষ ছুটে আসে। ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মাগুরুলী গ্রামের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিত সিনহা, কথা বললেন জওয়ানদের সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ জানুয়ারি : কৈলাসহরের মাগুরুলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের সাথে হাতাহাতির ঘটনার পর আজ বুধবার বিকেলে মাগুরুলী গ্রামের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান বিধায়ক বীরজিত সিনহা। উনি প্রথমে মাগুরুলী বিওপি-তে গিয়ে ১৯৯ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ জওয়ানদের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন এবং অনভিপ্রেত ঘটনার খোঁজখবর নেন।

বিধায়ক বীরজিত সিনহা বিএসএফের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এভাবে বাংলাদেশের নাগরিকরা বিএসএফের উপর আক্রমণ এবং বন্দুক টানাটানি করতে পারেনা। সম্পুর্ন অন্যায় কাজ করেছে বাংলাদেশের নাগরিকরা। বিগত কিছু দিন ধরে বাংলাদেশের নাগরিকরা তাদের দেশে বসে ভারত বিরোধী স্লোগান এবং বিভিন্ন কর্মকান্ড করছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই মাগুরুলী গ্রামের ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৪৭নং পিলারের কাছে বাংলাদেশের নাগরিকরা এবং বাংলাদেশের ব্লেকাররা অনভিপ্রেত ঘটনাটি করেছে।

এছাড়াও বিধায়ক বীরজিত সিনহা জানান যে, মাগুরুলী গ্রাম সহ গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের যেসব জায়গায় ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতার রয়েছে সেগুলো অবিলম্বে মেরামত করা দরকার। কৈলাসহরের মহকুমার অধীনে থাকা আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতার মেরামত করার জন্য সাম্প্রতিককালে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে টাকা এসেছে। কিন্তু যে পরিমান টাকা এসেছে তা খুবই স্বল্প। এই অল্প টাকায় মেরামত করা সম্ভব নয় বলে জানান।

অবিলম্বে রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা এসে ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পরিদর্শন করা উচিত। তাহলে কোথায় কোথায় কাঁটাতার নস্ট হয়ে রয়েছে কিংবা কাঁটাতার দুর্বল হয়ে রয়েছে তা শনাক্ত হবে। কারণ বর্ডারে কাঁটাতার শক্ত কিংবা মজবুত না হলে সীমান্ত এলাকায় পাচার বন্ধ করাও সম্ভব নয়। বর্তমানে গোটা সীমান্ত এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।